ARYA DARPAN.

EDITIED

BY

VYADYA NATH BURAT,

আর্য্য দর্পণ।

[অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ঐতিহাসিক উপন্যাস]

কাঁচড়াপাড়া নিবাসি

শ্রীবৈদ্যনাথ বরাট

মহোদয় দ্বারা সপ্রমাণ শুদ্ধ যুক্তিমূলক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যত্তৃণমিবত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥" যোগ

প্রথম সংস্করণ।

CALCUTTA

The Kavya Prokasa Press

Printed by Kally Dass Sain.

উৎসর্গ।

ধার্ম্মিক প্রবর পাঠক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন মিদম্—

মহাশয়! প্রথা আছে নূতন পুস্তক প্রকাশকালে গ্রন্থকার তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী বা মহৎ ব্যক্তিকে, উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। আমার পক্ষে আপনি উক্ত উভয় গুণবিশিষ্ট, কিন্তু ইহা আপনার উপযুক্ত উপহার নহে, তবে ভক্তির সহিত দিলে কি করেন, লইতে হয়, এবং ইহা পাঠ করিলে আপনি যাহা সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সার্থক বিবেচনা করি। ভরসা করি হংসের ন্যায় ইহার সারাংশমাত্র গ্রহণ করিয়া আমার পরিশ্রমের সাফল্য বিধান করিবেন।

জামালপুর
সন ১২৮৪

অনুগ্রহার্থিনঃ
শ্রীবৈদ্যনাথ বরাটস্য

আর্য্য দর্পণ।

ভূমিকা।

প্রায় ৮ বৎসর হইল এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সমাপ্ত করিয়া মুদ্রিত করিতে সাহসী হই নাই। এক্ষণে কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বঙ্গভাষার উন্নতি নহে, কেবল শাস্ত্রকার মহর্ষি মহাশয়েরা যে রূপকচ্ছলে পরমাত্মার মহিমা, করুণা ও শক্তির্বর্ণনা করিয়া শিব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেব দেবীর রূপ কল্পনা করিয়াছেন। বোধ হয় যেন, তাঁহাদের লক্ষ্য এই যে, নয়ন নিমীলন করিয়া সকলে তাঁহার অতুল জ্যোতিঃ হৃদয়ে ধ্যান করেন, এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহিরে নদ, নদী, বৃক্ষ, গিরি, শূন্যে সূর্য্য, চন্দ্র, মধ্যে ঘট, পট, প্রভৃতি স্বভাবজাত সমুদায় পদার্থে এবং স্বমনঃকল্পিত প্রতিমা-দিতে তাঁহার করুণা দর্শন করেন, ("যে দিকে ফিরাই আঁখি, তাঁহার করুণা দেখি") এবংবিধ রূপক বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আর্য্য-দিগের আদিম বৃত্তান্ত, তাঁহাদিগের বাণিজ্য, মিসর দেশে গমন ও তথায় বসতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহুদিদিগের ধর্ম্ম প্রচারক মূশা * আর্য্যদিগের নিকট হইতে ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, ও একেশ্বর

---

* *The notions which Moses entertained of one supreme, indivisible Being, seem without doubt to have been acquired in Egypt, where God, even in his time, continued to be worshiped under the name of Ov, or the o'uv, (ওঁ) he that existeth.*

"W. BURDON."

জ্ঞানের শিক্ষা এবং তাঁহাদেরই অধিকাংশ অনুকরণ করিয়া পুরাতন ধর্ম্মপুস্তক (বাইবেল) প্রণয়ন করেন তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য বাইবেলের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সারাংশ ও অন্যান্য ইংরাজী পুস্তকেরও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আশ্রয় লইতে হইয়াছে, এবং তাঁহাদের ইতিহাসও সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

আর্য্য মহর্ষি মহাশয়েরাই প্রথমে ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েন এবং তাঁহারাই আবার পৌত্তলিক ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই সমস্ত সপ্রমাণ করিতে বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র দর্শন করা আবশ্যক, কিন্তু আমি সে সকল কিছুই জানি না, সুতরাং শ্রুতি হইতে যে সকল বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞান বাক্য আধুনিক ব্রাহ্ম মহাশয়েরা উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই সকল প্রসিদ্ধ ঔপনিষদ শ্রুতিমাত্র অবলম্বন করিয়া কিরূপে পৌত্তলিক ধর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়াছি—যথা "ওঁ সত্যম্ জ্ঞান মনন্তম্ ব্রহ্ম আনন্দরূপ মমৃতং যদ্ বিভাতি শান্তম্ শিব মদ্বৈতম্॥" ইহা রূপকে বর্ণনা করিতে হইলে অদ্বিতীয় শিবমূর্ত্তি কল্পনা করিতে হয়। শিবের স্ত্রীলিঙ্গ শিবা সুতরাং সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর কল্পনা হইতে পারে। বোধ করি যে সকল ব্রাহ্ম মহাশয়েরা পৌত্তলিক উৎসবের নামে খড়্গহস্ত তাঁহারা ইহার এইরূপ সহজ ভাব দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ নিরস্ত হইতেও পারেন।

প্রথমে লেখার প্রথা ছিল না, সুতরাং মুখে মুখে আর্য্য মহাশয়েরা শ্রুতি প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করিতেন কিন্তু ক্রমশঃ যখন নানাবিধ শাস্ত্রের, বিশেষতঃ জ্যোতিষের আলোচনা হইতে লাগিল, তখন মূর্ত্তিমান সাঙ্কেতিক লেখার প্রয়োজন হইল। রবি আদি নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি এবং তাহাদের সংক্ষিপ্ত চিহ্ন (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) কল্পনা পূর্ব্বক বৈশাখাদি

দ্বাদশ মাসের মেষাদি প্রতিমূর্ত্তি কল্পিত হইল। কিন্তু এই সকল ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় অনায়াসে লেখা ও পাঠ করা কঠিন হইয়া উঠিল সুতরাং নিরাকার শব্দের স্বরকে বিভাগ করিয়া অকারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণের আকার কল্পনা হইল। এইরূপে বর্ণের মিলনে অর্থযুক্ত শব্দ মূর্ত্তিমান্ হয়। বিচার করিয়া দেখিলে অর্থযুক্ত শব্দ লোকের উন্নতি ও মঙ্গলের একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকারকরিতে হয়। সর্ব্বমঙ্গলালয় নিরাকার পরমাত্মার মহিমা প্রকাশক নাম কল্পনা করিয়া বর্ণনা দ্বারা তাঁহার আকার বর্ণনা করা হইয়াছে। যখন নিরাকার অর্থযুক্ত শব্দ বর্ণের দ্বারা মূর্ত্তিমান হইয়া লোকের হিতসাধন করিতেছে এবং ঐ শব্দ অর্থজ্ঞান পূর্ব্বক পাঠ করিতে পারিলে যদি পাঠক ও শ্রোতা উভয়েই অর্থ ও ভাব সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে নিরাকার পরব্রহ্মের আকার বা মূর্ত্তি কেন না লোকের হিতসাধন করিবে? আর কেনই বা না পরব্রহ্মভাব সংগৃহীত হইবে? ভক্তেরা তাঁহার মূর্ত্তিকে পূর্ণজ্ঞান করেন। আর্য্য ঋষি মহাশয়েরা ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহারা বলেন, "অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্" অর্থাৎ যেপর্য্যন্ত এই ভোগায়তন দেহে রিপুচয় প্রবল থাকিবে এবং জড় পদার্থে মায়ায় মন যত কাল মুগ্ধ থাকিবে—সে পর্য্যন্ত পরমাত্মার বিশুদ্ধ ভাব দর্শন হইবে না, কিন্তু আমরা মূঢ়, অর্থ-লোলুপ জড়-পদার্থে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, জড় পদার্থে প্রেম করি; এদিকে আবার ভগবানের রূপ দর্শন করিতেও বিলক্ষণ ইচ্ছুক। ইহা আর্য্য মহোদয়-গণ অবগত হইয়া পরমাত্মার নাম ও রূপ কল্পনা করিয়াছেন। যথা ঈশ্বর সকলকে দয়া করেন বলিয়া,—দয়াময় অথবা অন্নপূর্ণা—যিনি সকল প্রাণীকে জননীর ন্যায় আহার প্রদান করিতেছেন, কিন্তু এই অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি অনুধাবন করিয়া বুঝিলেদেখিতে পাই যে, তিনি শিবের

ন্যায় যোগীকে অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ গূঢ়ভাব হৃদয়েই ভগবতীর এবংবিধ প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই পুস্তকে যেখানে হিন্দু শব্দ পাইবেন, তাহার অর্থ আর্য্য জানিবেন।

এই সংক্ষিপ্ত " আর্য্যদর্পণ " একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ স্বরূপ, ব্রহ্মনির্ণয় ইহার মূল, আর্য্য-ধর্ম্ম সারযুক্ত স্কন্ধ, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—শাখা প্রশাখা ও পত্র, রূপক বর্ণনায় ঈশ্বরের সাকারত্ব—পুষ্প, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও বস্ত্রহরণ—ফল, এবং আর্য্য ভাষায় নারায়ণের স্তব —মধুর রস। এই সামান্য বৃক্ষটী আমার ন্যায় অজ্ঞ মালীর দ্বারা রোপিত হওয়ায়, ইহাতে পোকা মাকড় প্রভৃতি নানাবিধ দোষ জন্মিয়াছে। ভরসা করি বিজ্ঞবর ব্যক্তির হস্তে পড়িলে তিনি অবশ্য কৃপা করিয়া ঐ দোষ সকল প্রক্ষালন করিয়া লইবেন, তাহা হইলেই রোপয়িতার আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকিবে না।

জামালপুর }
সন ১২৮৪ }

শ্রীবৈদ্যনাথ বরাটস্য।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

আর্য্য দর্পণ।

কোঽহং ? কথমিদং জাতং ? কো বৈ কর্ত্তাস্যবিদ্যতে ?
উপাদানং কিমস্তীহ ?—— বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ ॥

প্রথম অধ্যায়।

(রায় ও সেন মহাশয়ের কথোপকথন।)

রায়। কি মহাশয় ? একাকী বসে বসে ভাবচেন্ কি ?

সেন। আস্তে আজ্ঞা হয়, ভাবচি মনুষ্য মাত্রেই যা কখন কখন ভাবিয়া থাকেন, ও ভাবাও উচিত—" আমি কোথা হইতে আসিয়াছি, এখানে আসিয়াই বা কি করিতেছি, আর কি করিব, আবার কোথায় বা যাইব ? "

রায়। স্পষ্ট করিয়াই বলুন্ না কেন,—ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ভাবিতেছি। এটি মনুষ্যের স্বভাব বটে। ভুত ভবিষ্যত বর্ত্তমান ভাবিয়া থাকেন্। আমরা এসেছি আর কোথা হইতে ?—মাতার গর্ভ হইতে।

সেন। তার তো কোন সন্দেহই নাই ; গর্ভের প্রথম অবস্থায় একটি জীবিত কীটের স্বরূপ ছিলাম। এবং

আরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দৃষ্টি করিলে দেখি যে, গর্ভ সঞ্চারের পূর্ব্বে জীবন্ত বীজ * স্বরূপ পিতার রক্তের সহিত মিলিত ছিলাম। কারণ জীবিত বীজ ব্যতীত কোন বৃক্ষ বা জীব জন্মে না। †

এইরূপ পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি পুরুষ পরম্পরা স্ব স্ব পিতৃ দেহে জীবিত ছিলেন। এইমত ক্রমশঃ জীবন্ত বীজ নিরীক্ষণ করিতে করিতে আদি নিরূপণে, নিরুপায় হইয়া সুতরাং শেষে একটি আদিপুরুষে অবস্থিতি করি; সেই

---

* Spermatoza. The application of the powers of the microscope to semen has shown that very minute bodies swim in it, these move with rapidity and from their various motions, and from their avoiding obstacles, their retrogression, and change of velocity, they have been regarded as animalculæ. They are formed like a tadpole, with a round head or body and a narrow tail.

"Medicus"

† যদিও আমরা দেখিতে পাই অনেক কীট ও উদ্ভিদ আপনি জন্মে, কিন্তু তাহা নহে। কীটানু ও বীজ জলমধ্যে ও বায়ুতে মিশ্রিত থাকে। যখন তাহারা উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তখন তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি পায় ও নয়নগোচর হয়।

আদি পুরুষের আদিকাল হইতে আমার এই জীবন্ত ভাব তাঁহার জীবন হইতে এক ধারা বাহিত হইয়া আসিতেছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রায়। এ বড় মন্দ দর্শন নয়; ভাল এই যে আদি পুরুষ, ইনি কি স্বয়ং জন্মিয়াছেন, না অনাদি, কি স্বভাবের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছিলেন?

সেন। আপনার এ বড় সহজ প্রশ্ন নয়, আসুন আমরা যুক্তি দ্বারা বিচার করি, দেখি কি সম্ভবে। মনে করুন্ যদি তিনি স্বয়ং জন্মাইতেন্; তবে তিনি বাস করিবার নিমিত্ত ও জীবন ধারণ জন্য এই সমস্ত পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু, অগ্নি, ও সর্ব্ব প্রকার আহারীয় দ্রব্য ফল মূল শস্যাদি তাঁহার স্বয়ং জন্মাইবার পূর্ব্বে যে প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন তাহা অসম্ভব। অতএব তিনি স্বয়ং জাত নন্ প্রতিপন্ন হইল।

যদি বলেন তিনি অনাদি, তাহা হইলে, তিনি অনন্ত হইতেন। কারণ যাহার আদি নাই তাহার অন্তও নাই, এবং যাহার আদি আছে তাহার অন্তও আছে। যখন তাঁহার অন্ত (দেহত্যাগ বা মৃত্যু) হইয়াছে। তখন অবশ্যই তাঁহার আদি আছে, কখন অনাদি নহেন, অতএব তিনি আমাদিগের আদি জাত পুরুষ।

তিনি স্বভাবের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছেন কি, না, তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে স্বভাবের স্বভাব ও তাহার সদর্থ

জানা প্রযোজন হইতেছে। যাহা নিজ নিজ ভাবে থাকে তাহাই স্বভাব।

রায়। স্বভাব শব্দে স্বধর্ম্ম ও গুণ বুঝায়, যেমন অগ্নির স্বভাব দাহিকা শক্তি।

সেন। সত্যবটে, যত পদার্থ আছে তাহাদিগের স্ব স্ব গুণ তাহাদিগের নিজ নিজ স্বভাব। এক পদার্থের স্বভাব অন্য পদার্থের স্বভাব হইতে বিভিন্ন, এক পদার্থের স্বভাব অন্য পদার্থের স্বভাবের সহিত সংযোগ বা বিযোগ হইলে, উভয়ের স্বভাব হইতে একটি ভিন্ন স্বভাব উৎপন্ন হয়; যথা জলের শীতল স্বভাব ও অগ্নির দাহন স্বভাব, এই দুই মিলিত হইয়া বাস্পের স্বভাব উৎপন্ন হয়, তাহা জল ও অগ্নির স্বভাব হইতে ভিন্ন। সমস্ত বীজের স্বভাবতঃ জীবিত অঙ্কুর আছে, কিন্তু তাহা অন্য পদার্থের স্বভাবের সহিত সংযোগ না হইলে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। জল বায়ু মৃত্তিকা চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি অনেক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের উপযুক্ত অংশ জীবিত বীজের স্বভাবের সহিত সংযোগহইলে, অঙ্কুর বহিষ্কৃত হইয়া বৃক্ষ হয়, ও জীবিত থাকিয়া পুনরায় তাহাতে বীজউৎপাদন করে, এবং ঐবীজে আবার বৃক্ষ জন্মে। এইরূপ পরিবর্ত্তন শীল চক্রের স্বরূপ বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে বীজ, পর্য্যায় ক্রমে জন্মিয়া থাকে। এ স্থলে বীজ কার্য্য, কি কারণ, তাহা স্থির হইতেছে না,। ফলতঃ এইরূপ কার্য্য কারণ ভাবে ঘূর্ণ্যমান হইতেছে।

স্বভাবের সকল কার্য্যেরই কারণ আছে। কখন কখন কারণও কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যখন কার্য্যেরও কারণ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ কার্য্য কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে যখন কোন কার্য্যের কারণ নির্দ্ধারণে অক্ষম হই, অথচ কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, নিশ্চয় তখন সেই কার্য্যের কোন না কোন একটি অতি সূক্ষ্ম অগোচর অনাদি কারণ আছে, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে, এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সমস্ত কার্য্য-কারণ ঘূর্ণ্যমান হইয়া নিজ নিজ গুণ বা ভাব প্রকাশ করিতেছে। ঐ সকল কার্য্য প্রণালীর নাম স্বভাব। যেমন একটি ঘূর্ণ্যমান অঙ্গুলির উপরিস্থিত থালা দর্শন করিলে, এমত প্রত্যয় হয় যে তাহার এমত কোন স্থান আছে—যাহা অবলম্বন করিয়া থালের সমস্ত পরিধি বেষ্টন করিয়া সতেজে ঘূর্ণিত হইতেছে, সেইটী চক্রের মধ্যস্থল, সমস্ত ভার তাহারই উপর রহিয়াছে ঐ মধ্যস্থল চক্রদণ্ডের স্থান। তদ্রূপ এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের এক সূক্ষ্ম, অগোচর, স্থির, সকল শক্তির আধার, নিরবলম্বন কারণের উপর অবস্থিতি করিতেছে।

রায়। ভাল, আপনি যে বলিলেন্—সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অনাদি কারণ হইতে সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হইয়া ও তাহাকে অবলম্বন করিয়া ঘূর্ণ্যমান হইতেছে, সেটী কি এই বিশ্বমণ্ডলের মধ্যস্থলে আছে? কি জগতের যত কার্য্য আছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যেক

কারণ রূপে অবস্থিতি করিয়া কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিতেছে ?

সেন। সীমা বিশিষ্ট মণ্ডলাকারের মধ্যস্থান নির্দ্ধারণ করা যায়। ঐ স্থানের পার্শ্বস্থ পদার্থ তাহার নিকটে থাকিয়াও দূরবর্ত্তী পদার্থ দূরে থাকিয়া তাহাকে বেষ্টন করে। কিন্তু বিশ্ব অসীম, সুতরাং ইহার মধ্যস্থলের সীমা নাই, যে কোন সুক্ষ্ম স্থান ইহার মধ্য স্থল নির্ণয় করিবেন, তাহাই হইবেক, অতিদূরস্থ নক্ষত্রেও যেমন, মনুষ্যের দেহস্থিত পরম কোষের অভ্যন্তরেও সেই রূপ, অতি বিরল শূন্য মার্গেও যে রূপ, অতি ক্ষুদ্র শৈবাল পত্রের এক অংশেও সেই রূপ ; অর্থাৎ সেই অদ্বিতীয় কারণ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। ঐ সকলেরই মধ্যস্থলে সেই অব্যক্ত অনাদি কারণ অবস্থিতি করিতেছেন্, তাহা হইতে কোন কার্য্যই দূরে নহে, সকলই তাহার গর্ভস্থ হইয়া আছে।

রায়। এই অনাদি কারণ তবে সকলের আদি কারণ হইলেন। আচ্ছা এটী সজীব, কি নির্জীব ?

সেন। সমস্ত চেতনাচেতন পদার্থ যাহা এই মূল কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাদের সকলেরই বিকার আছে অর্থাৎ তাহারা চির দিন কেহই সমভাবে থাকে না, কালে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই মূল কারণ অনন্ত, নির্ব্বিকার, স্থির ও অটল ; সেই হেতু ইনি আমাদিগের মত সজীব বা নির্জীব নহেন ; অথচ ইনি সর্ব্ব

ব্যাপী হইয়া সুন্দর কৌশল সকল স্থাপন করিয়াছেন। যখন দেখা যায়, শিশু ভুমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে স্তনে ক্ষীরের সঞ্চার, যেমন ক্ষুধা শান্তির নিমিত্ত প্রচুর আহারীয়দ্রব্য, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর সুগন্ধি সৌরভ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সুস্বরের ঐক্য ও নিদ্রার উপযুক্ত সময় ইত্যাদি অগ্রে সেই আদি কারণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে ; যখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি, জল, বায়ু, অগ্নি ও পশু পক্ষী বৃক্ষাদি সেই আশ্চর্য্য কৌশলে নিবদ্ধ থাকাতে পরস্পরের আকর্ষণ, মিলন, সুশৃঙ্খলতা, একতা, কৌশল ও সাময়িক গতি বিধি প্রভৃতি কার্য্য সকল নিয়মিত রূপে সম্পন্ন হইতেছে, এবং এই সকল বিশেষ রূপ বিচার করিয়া দেখিলে যদিও আকাশ তাহাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আছে এমত প্রতীয়মান হয়, তথাপি মনে কর তাহারা যেন এক মানব দেহ স্বরূপ ; যে মানব দেহে রস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মস্তিষ্ক, মাংস শিরা, পেশী, কোষ ও গ্রন্থী প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্র সকল পৃথক্, পৃথক্, অথচ সকলেই সুন্দর রূপে বদ্ধ আছে, এবং জীবাত্মা সমস্ত দেহের মধ্যে থাকিয়া ঐ সকলকে নিজ নিজ সহযোগে নিয়মিত কর্ম্ম করাইতেছেন ; তদ্রূপ ঐ মূল কারণ এই বিশ্ব মণ্ডলের পরমাত্মা রূপে অবস্থিতি করিয়া অব্যক্ত কৌশলে স্বভাবের সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করাইতেছেন এবং তদ্দ্বারা জগতে মঙ্গল বিধান করিতেছেন। তখন ঐ সকল কৌশলাদি আলোচনা করিলে অগত্যা ঐ মূল কার-

ণের অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান রাশি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু জড়ের জ্ঞান সম্ভবে না সুতরাং তিনি অনন্ত চেতন অর্থাৎ সৎচিৎ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রায়। বুঝিলাম যে, সকলের মূলাধার যে কারণ ; তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, স্থির ও শান্ত, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, সকলের শক্তি, নির্ব্বিকার, জ্ঞানরাশি, পরম মঙ্গলের আকর ও পরমাত্মা। ভাল, তাঁহার নাম ও রূপ কি ?

সেন। তাঁহাকে আমরা পরমেশ্বর বলি, কিন্তু বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না, তিনি যেমন অনন্ত তাঁহার নামেরও সেইরূপ সীমা নাই ; যে কোন বাক্য দ্বারা অসীম উৎকৃষ্ট ভাব বুঝায় তাহাই তাঁহার নাম। যাহাতে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি পবিত্রতা, ভয়, অভয়, শ্রেষ্ঠ, সত্য, মঙ্গল ও আনন্দভাবের উদয় হয় ; যেমন জগৎগুরু, জগৎপতি, জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী, রাম, হরি, বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, জগৎপিতা, দীননাথ, দয়াময়, কৃষ্ণ, দুর্গা, তারকব্রহ্ম, শিব, মহাদেব, পরব্রহ্ম, এবং যাহা কিছু মহৎ ও প্রধান

তাহাই তাঁহার নাম। অক্ষর শব্দে যাহার বিনাশ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম, এই নিমিত্ত অকারাদি ক্ষকারান্ত অক্ষর পঞ্চাশৎ বর্ণ তাঁহার বীজ নাম অথবা সংক্ষেপে সমস্ত বর্গের প্রথমাক্ষর অং কং চং টং তং পং যং শং অষ্টমাক্ষর তাঁহার মূল বীজ নাম বিবেচনা করিয়া তন্ত্রে মূল মন্ত্রের সহিত ব্রহ্ম নাম জপিতে আদেশ করিয়াছেন। শুনিয়াছি অতি প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতেরা কহিতেন—সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহগণ সৃষ্টিসময়াবধি নিরন্তর নৃত্য করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে অতি মধুর স্বরে নিত্য নিরঞ্জন পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। গ্রহ সমস্ত অতি বেগে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এক্ষণে তাহা প্রায়ই সকলে বিদিত আছেন, তাহাতে কোন শব্দ হইতেছে কি না শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ পণ্ডিতেরা কহেন—যেমন কতকগুলি বড় বড় লাটিম অতিবেগে ঘুরাইলে (বং) বঁ করিয়া একটী শব্দ হয় তেমনি নক্ষত্রাদি অতিবেগে ভ্রমণ করাতে ঐরূপ একটী অপরূপ (বঁ) বম্, কিম্বা ওঁ শব্দ সতত গগণে হইতেছে সুতরাং ওঁ শব্দটী আদি শব্দ, এবং সকলের আদি কারণ পরব্রহ্ম, তাঁহার আদি নাম ওঁ *। অ, উ, ম, সংযোগে ওঁ শব্দ

---

* অতএব মহামুনি পতঞ্জলি স্বীয় পাতঞ্জল দর্শনে "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সেই ঈশ্বরের বাচক শব্দ ওঁ ॥

হয়, এবং উ, অ, ম, সংযোগে বম্ হয় *। এই তিন বর্ণের শব্দার্থ—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, অর্থাৎ "যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাঁহার প্রতি-গমন করে বা যাঁহাতে প্রবেশ করে।" যেমন কোন কৃষক শস্যাদি বপন করিয়া গাছ উৎপন্ন করে, ও তাহারই যত্নে গাছ সকল বৃদ্ধি পাইয়া ফলে পরিপূর্ণ হয় এবং যখন শস্য সকল পরিপক্ক হয় তখন সে সমস্ত শস্য শিশচ্ছেদন করিয়া সংহারক হইয়া তাহা আহরণ করে; কদাপি বিনষ্ট করে না; তদ্রূপ ভগবান্ সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ও সংহার কর্ত্তা হয়েন। ওঁ পরব্রহ্মের আদি নাম বলিয়া তাঁহার অন্যান্য মহিমা প্রকাশক নামের অগ্রে ও অন্তে ব্যবহার করিলে তাহাকে বিশেষ রূপে বুঝায়, যথা—বম্ মহাদেব, বম্ বম্ হর হর। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎ সৎ, ওঁ এক-মেবাদ্বিতীয়ম্, ওঁ শান্তিঃ, হরিঃ ওঁ। পরব্রহ্ম নিরুপম, তাঁহার উপমা নাই, তিনি অকায়, অরূপ, তবে তাঁহার কি রূপ রূপ ও শক্তি—যাহা মহর্ষিগণ বিশুদ্ধবাক্য দ্বারা, উৎ-কৃষ্ট ভাবে শ্রুতিতে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। "ওঁ সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

---

* বৈয়াকরণিকেরা ওঁ এবং বম্ শব্দ সন্ধির সূত্র স্মরণ পূর্ব্বক সিদ্ধ করিয়া লইতে পারেন।

কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছা-শ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃসর্ব্বে-ন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥”

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, তিনি সর্ব্ব দর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ, তিনি সর্ব্বকালে প্রজা দিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল দান করিতেছেন। ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

রায়। তবেই ইহা স্থির হইল যে, আমাদিগের আদি পুরুষ এবং যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়া এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে সকলই ইহাঁ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। স্বভাবের দ্বারা হয় নাই। স্বভাব তাঁহার নিয়মাধীন কর্ম্ম মাত্র।

সেন। আরও কহিয়াছি যে আমাদিগের জীব সেই আদিপুরুষের জীবের এক কণা মাত্র জীবিত বীজের সহিত ঈশ্বরের কৌশলে জড় পদার্থের সার অংশের সহিত মিলিত হইয়া পরম্পরা স্রোত স্বরূপ আদিকালাবধি ধারা বাহিত

হইয়া আসিতেছে। এই রূপে জীবাত্মা অবিনাশী হইয়া কত কাল থাকিবেন তাহারও ইয়ত্তা নাই।

আত্মা তো অতি সূক্ষ্ম, ইহা যে অবিনাশী তাহার তো কোন সন্দেহই নাই। দেহ যে জড় পদার্থ তাহার এক রেণুও বিনষ্ট হয় না। কেবল যাহা অবস্থান্তর হইয়াছিল তাহাতেই পরিণত হয়। পঞ্চভূতে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া পঞ্চভুতেই লয় পায়। জীবাত্মাও সেইরূপ অবস্থান্তর হইয়া যাহাতে পূর্ব্বে ছিলেন তাহাতেই লয় পান, কদাপি কিছু ছিলেন না এমত হয় না, তবে জড় ও আত্মার বিশেষ এই যে জড়-পদার্থ যে পঞ্চভূত সেই পঞ্চভূতই আছে তজ্জন্য জড়তা যায় নাই, জড়ে জড়ে একত্র হইয়া মিলিত হয় অর্থাৎ প্রভেদ থাকে না ; কিন্তু আত্মা তেজঃপূর্ণ ও চৈতন্যশালী, যে অদ্বিতীয় পূর্ণ আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার অংশ নহেন স্বরূপমাত্র। জীবাত্মা জড়ে স্থির হইতে পারেন না, পরমাত্মাই কেবল ইহাঁর একমাত্র আশ্রয়। তাঁহার সহিত যোগ হইলেই স্থির হয়েন ও ভূমানন্দ উপভোগ করেন। এই অবস্থাকে লয় কহে, কদাপি এক হয়েন্ না ; যেমন এক বিন্দু জল দুগ্ধের সহিত মিলিত হয় বটে কিন্তু কদাপি দুগ্ধ হয় না।

রায়। আপনি কহিয়াছেন যে জড়পদার্থ পঞ্চভূতে নির্ম্মিত হইয়াছে ও জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে উদ্ভব হইয়াছে এবং পরিণামে জড় সমস্ত পঞ্চভুতে মিলিত হয় ও জীবাত্মা

পরমাত্মায় গমন করে, কিন্তু পরমাত্মা অনাদি সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন পঞ্চভূতও কি তাঁহার মত অনাদি ও সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল ? সৃষ্টিই বা কিরূপে হইল ?

সেন। ব্রহ্মবাদিরা ও পুরাণবেত্তারা বলেন—এই অদ্ভুত বিশাল সংসার সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে কেবল একমাত্র অব্যক্ত, অচিন্তনীয়, সচেতন. স্বপ্রকাশ, পূর্ণজ্যোতি, অনন্ত-জ্ঞান, গুণাতীত অবলম্বরহিত, সত্য আনন্দ স্বরূপ, অদ্বিতীয়, পরব্রহ্ম আদিকালাবধি ছিলেন। তিনি স্বভাব সিদ্ধ দয়া-পরবশ হইয়া এই বিশ্বসংসার সৃষ্টির বিষয় জ্ঞানশক্তি প্রভাবে ধ্যান করিলেন ও তাঁহার আদ্যশক্তি প্রকৃতি (মায়া) দ্বারা এই সমুদায় যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই সৃষ্টি করিলেন ।

এই প্রশস্ত দিগ্‌সমূহ ঘোরতর অপদার্থ তমস্ * দ্বারা আবৃত ছিল, আর কিছুমাত্র পদার্থ ছিল না। তমস্ তাঁহাকে জানিতে পারিল না † তাঁহার মহিমায় ঐ অসার গাঢ় অন্ধকার পঞ্চভাগে প্রকাশ পাইল ; অর্থাৎ অপদার্থ তমস্ হইতে অচেতন পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজস্, মরুৎ, ব্যোম উৎপন্ন করিলেন। সচ্চিদানন্দ করুণা বিধানে এই পঞ্চ-

---

* তমস্ মহাকুয়াসা স্বরূপ কুয়াসা Chaos.

† এই নিমিত্ত তমঃ পূর্ণ জীবাত্মা পরব্রহ্মকে জানিতে সক্ষম হয়েন না। যত্নের সহিত তমস্ (অহঙ্কার) পরিত্যাগ করিবে।

ভূতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ গুণ তারতম্য অনুসারে প্রদান করিলেন ও আকর্ষণাদি * শক্তি দান করিয়া প্রত্যেককে নিজে নিজে সংযোগ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করাইলেন। ঐ কর্ম্ম সমুদায়ের নাম স্বভাব। ঐ স্বভা-বের দ্বারা এইঅখিলব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন ও প্রতিপালন করিতেছেন এবং যথাকালে, ঐ সমস্ত গুণ ও শক্তি গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ফুটাইবেন। তখন গুণ সমস্ত তাঁহার গুণাতীত গুণ সাগরে মিলিবে ও শক্তিসমূহ তাঁহার শান্তি শক্তিতে শান্তি পাইবে। ঐ গুণ ও শক্তি, ভূত হইতে বিশেষরূপে লয় হয় বলিয়া তাহারে প্রলয় বা সম্পূর্ণরূপে হরণ হয় বলিয়া তাহারে সংহার বলে। তখন তাঁহার তদ্গত চিত্ত সাধকেরা এবং পাপ হইতে ত্রাণ পাইতে অবিশ্রান্ত যত্নশালী পাপাত্মা উপাসকেরা শান্তিবারিতে অভিষিক্ত হইয়া জগৎমাতার ক্রোড়ে অবস্থান পূর্ব্বক জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা দর্শন করিতে করিতে তৃপ্তিরসরূপ স্তন্যপানে অসীম কাল পর্য্যন্ত ভূমানন্দ উপভোগ করিতে থাকিবেন। পঞ্চ-ভূতে জড় জগৎ উৎপন্ন করিয়া জড়ের ন্যূনাধিক সারাংশে ভিন্ন ভিন্ন চেতনা প্রদান করিলেন, ও ক্রমশঃ তাঁহা-দিগকে মঙ্গল সাধনে উন্নতিশালি করিয়া রাখিলেন। প্রার্থিব চেতন পদার্থের মধ্যে মনুষ্যকে তাঁহার নিজ প্রতিবিম্ব স্বরূপ

* আকর্ষণ, আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থিতি, বিরোধী, অনশ্বরত্ব, জড়তা।

আত্মা প্রদান করিয়া সর্ব্বপ্রধান করিলেন। আত্মার আবির্ভাবে মনুষ্যের জ্ঞান উদয় হইল। আত্মা সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এজন্য ইহাঁর গুণ সত্ব, পঞ্চভূতে শরীর অতএব যাহা তম হইতে সৃষ্ট তাহার গুণ তম, আর চেতনা বিশিষ্ট জীব যাহা শরীর ও আত্মা উভয়বিধ পদার্থে বিনির্ম্মিত তাহার গুণ রজঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গুণদ্বয়ের মধ্যস্থ গুণ। জীব যাহা কিছু ক্লেশ বা দুঃখভোগ করেন, তাহা তমোগুণোদ্ভব, রজোগুণে ঐহিক সুখ ও সত্বগুণে জীব সকল আনন্দ উপভোগ করেন। প্রাণিকে তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত ঈশ্বর তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করিলেন, আর মনুষ্যকে ঐ ইচ্ছার সহিত সমস্ত মনোবৃত্তি যোগ করিয়া দিলেন। এজন্য মনুষ্য ঐ স্বাধীন ইচ্ছাধীন হইয়া সত্ব, রজ, তম যে গুণাক্রান্ত হয়েন, তদুপযুক্ত ফলভাগী হয়েন, ফলদাতার কোন দোষ নাই। মনুষ্যের হৃদয়ে যে একটী মঙ্গলাভিলাষিণী আশা রোপণ করিয়াছেন, তাহা কদলী বৃক্ষের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এবং তাহাতে অতি দীর্ঘাকার পত্র হইয়া স্নিগ্ধ ছায়া দ্বারা শ্রান্তিযুক্ত মনকে বিশ্রাম প্রদান করে। যেমন ভব সংসারের সামান্য বায়ু দ্বারা ইহার সমস্ত পত্র ছিন্ন ভিন্ন হয় সেই প্রকার প্রচণ্ড বিপদ বায়ু দ্বারা আশা বৃক্ষেরও সমস্ত পত্রাদি ছিন্ন ভিন্ন হয় বটে, কিন্তু পুনশ্চ কদলী বৃক্ষের ন্যায় মূল হইতে নূতন আশাবৃক্ষ উৎপন্ন হয়; এককালে নিঃশেষ হয় না, পুনঃ পুনঃ এইরূপ হওয়াতে উহার

অমৃতময় ফল ফলে না, ফলিলেও নিজভরে ভগ্ন হয়। কদাপি সুপক্ক হয় না। কদলী বৃক্ষের আশ্রয় দিলে যেমন উহা স্থির ও দৃঢ় থাকে সেই প্রকার আশারূপ কদলী বৃক্ষে এক মাত্র পরব্রহ্ম আশ্রয় হইলে আশা সত্য ভরসা হইতে পারে। তখন উহার পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্রাশা তরুচ্ছেদন করিলে উহাতে অতি বৃহৎ ফল হয় ও সুপক্ক হয়। এই সময় মূলবৃক্ষ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায় ও ইহার অমৃতময় ফল মনুষ্যের ভোগ্য হয়। বিশুদ্ধ চিত্তে পরমাত্মায় স্বীয় কৃত কর্ম্ম ফল অর্পণ করিয়াও তাঁহাতেই মনকে দৃঢ়তর নিমগ্ন রাখিয়া অনন্যমনে তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিলে, এবং ওঁ রূপ ধনুতে জীবাত্মা রূপ শর সন্ধানে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিলে জীবাত্মা শিব ভাব প্রাপ্ত হয়েন, ও তাঁহার শক্তিতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন। এইরূপ প্রবিষ্ট হওনের নাম যোগ। এই অধ্যাত্মিক যোগকে তন্ত্রে রমণ কহে যেহেতু জীবাত্মা পবিত্র হইয়া পরব্রহ্মের শক্তিতে বিরাজ ও রমণ করিতে করিতে পরমাত্মার তৃপ্তি-রস পানে তাঁহাকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন। এই নিমিত্ত তাঁহার একটী নাম রামা (রাম)। যিনি ব্রহ্মা-মৃত রস পান করিয়াছেন তিনি অভয় প্রাপ্ত হইয়া অমর হইয়াছেন। দেহ পরিত্যাগ করণের নাম মরণ বটে, কিন্তু দেহ জীবাত্মার অণ্ড স্বরূপ, অণ্ডজ পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ডিম্ব হইতে বহিষ্কৃত হয়, তখন ডিম্বের মৃত্যু হয়। সেইরূপ

প্রীতিপূর্ব্বক পরমাত্মাতে প্রবিষ্ট হইলে, ব্রহ্ম-কৃপাবলে জীবাত্মা পূর্ণ•অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া দেহ-অণ্ড হইতে বহিষ্কৃত হন ও অক্ষয় কাল পর্য্যন্ত অমৃতানন্দ উপভোগ করিতে করিতে পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন।

" আর ব্রহ্মবাদিরা বলেন। যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয়কালে, যাঁহার প্রতি গমন করে—যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর। তিনি ব্রহ্ম। আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয়-কালে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিগমন করে—তাঁহাতে প্রবেশ করে। মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মে আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। সেই পরমাত্মা রস স্বরূপ তৃপ্তি হেতু। সেই রস স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। কেবা শরীর চেষ্টা করিত, কেবা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন ইনিই লোক সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন।

যৎকালে সাধক এই অদৃশ্য নিরবয়ব অনির্ব্বচনীয়,নিরা-ধার, পরব্রহ্মে নির্ভয়ে অবস্থিতি করেন তখনতিনি অভয় প্রাপ্ত হয়েন। মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা

হইতে নিবৃত্ত হয় সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি।

যতো বা ইমানি ভূতানি

জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।

যৎ প্রয়ন্ত্যভি সং বিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ব্রহ্ম।

আনন্দা দ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রাহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন। রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধা-নন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। যদাহ্যে বৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে,হনাত্মে,হনিরুক্ত,হনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং

বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

॥ ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

রায়। আপনি কেবল একমাত্র সত্য পরব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলিতেছেন, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মে যেমন ব্রহ্মোপাসনার বিধি আছে, তেমনি তো পৌত্তলিক উপাসনার ব্যবস্থাও আছে। যদি একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য হইলেন, তবে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, শিব ইত্যাদি যত দেব দেবীর পূজা হয়, তাহা কি? ও শাস্ত্রে কেন তাহাদের উপাসনার বিধি আছে? যদি তাহা বলেন, শুনিতে বড় ইচ্ছা করি।

সেন। যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনি একটু ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাহা হইলে পৌত্তলিক ধর্ম্ম রূপকচ্ছলে যে রূপ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া পরব্রহ্মের মহিমা

ও করুণা ব্যক্ত করে তাহা যত দূর আমি সাধ্যানুসারে বলিতে পারি প্রকাশ করিতেছি ; শ্রবণ করুন। কিন্তু উক্ত বিষয় বলিবার পূর্ব্বে মনুষ্যজাতির প্রাচীন ইতিবৃত্ত কিছু কিছু না বলিলে আপনার সহজে বোধগম্য হইবে না, আমিও বোধ হয় অনায়াসে প্রকাশ করিতে পারিব না।

রায়। ভাল বলুন, আমি শুনিতে ইচ্ছুক আছি।

সেন। আমাদিগের আদি পুরুষ পরব্রহ্মের মানস পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এই আদিপুরুষ প্রথম উৎপন্ন মানব বলিয়া "আদিম" অথবা ব্রহ্মের আদি পুত্র বলিয়া "আদি মনু" তাঁহার উপাধি। তিনি ব্রহ্মের পুত্র, তজ্জন্য তাঁহার আর একটি নাম ব্রহ্মা ছিল। এই মনু হইতে উৎপন্ন হইয়াছি বলিয়া আমাদের উপাধি মনুজ, মানব কিম্বা মনুষ্য হইয়াছে। অতি প্রাচীন জাতিরা অর্থাৎ ভারতবর্ষবাসিরা, ইহুদিরা ও চীন দেশীয় লোকেরা স্ব স্ব প্রধান ও অতি প্রাচীন হইবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন যে আদি মনু তাহাদের স্ব স্ব দেশে জন্ম গ্রহণ করেন ; কিন্তু আদি মনু বা আদিম এই শব্দদ্বয় ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের ভাষায় সদর্থে বিচার করিলে, তাহাদেরই প্রথম পুরুষ বুঝায়, ইহুদিদিগের ভাষায় আদম * শব্দ বোধ হয় তাহারা আর্য্য-ভাষায় আদিম শব্দ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। যাহা

* ইহুদিরা "আদিম" Adam কহে।

হউক এমন সম্ভব হয় যে তিনি আসিয়ার * এমন কোন মধ্য ও সংকীর্ণস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহার চতুঃসীমা গিরি সমূহে বেষ্টিত ও তাহার মধ্যস্থলে একটী স্নিগ্ধ সরোবর, যাহার নীলোৎপল সৌরভে বসন্ত রাজ মুগ্ধ হইয়া তীরস্থ সমস্ত তরু গুল্মলতাদিকে সুলভ ও দুর্লভ ফল ফুলে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ সরোবরটী অদ্যাপি ব্রহ্মার মানস সরোবর বলিয়া বিখ্যাত আছে। এরূপ অল্পা স্থানকে আর্য্য ভাষায় উদ্যান † কহে। এটীও ইহুদিরা এই ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেক। ঈশ্বর মনুকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সত্ব রজ ও তমো-গুণাক্রান্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার হৃদয়ে ত্রিগুণাত্মক—দেবভাব, অসুরভাব ও পশু ভাব প্রদান করিলেন।

আহার নিদ্রা ভয় দ্বারা দেহ ও জীবন রক্ষা এবং মৈথুন দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি হইবে বলিয়া সৃষ্টি কর্ত্তা ঐ সকল পশুভাবের কার্য্য প্রথমতই মনুষ্যকে প্রদান করিলেন। সুতরাং মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় পশুভাবের উদয় হইল। অনন্তর ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধিসহকারে মনুষ্যদিগের যতই বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহাদিগকে জীবন ধারণের উপায় চেষ্টা করিতে হইল, বনপশুর সহিত সংগ্রাম ও বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া বাস স্থান ও ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতে লাগিলেন,

* Asia.

† উদ্যান Eden.

এবং যতই গো মেষাদি অধীনস্থ করিতে হইল, ততই ক্রমশঃ তাহাদের অসুর ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে মনুষ্যদিগের যতই বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহারা বন পশুর সহিত সংগ্রাম দ্বারা বন জঙ্গল পরিষ্কৃত করিয়া বাস স্থান নির্ম্মাণ ও জীবন ধারণোপযোগী শস্যোৎপাদন ক্ষেত্র সকল প্রস্তুত ও গো, মেষাদি অধীনস্থ করিতে যত্নবান হইলেন, ঐ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করাইবার নিমিত্ত ঈশ্বর তাহাদিগের অন্তঃকরণে রজ বা বীর ভাবের আবির্ভাব করিয়া দিলেন। উহার সহিত রজোগুণাত্মক ষড়রিপু (১ম কাম বা কামনা ২য়, ক্রোধ বা অসহিষ্ণুতা ৩য়, লোভ বা অভিলষিত প্রাপণেচ্ছা ৪র্থ মোহ বা মায়া অর্থাৎ পার্থিব পদার্থে প্রীতি ৫ম, মদ বা মত্ততা অর্থাৎ অহংকার ৬ষ্ঠ, মাৎসর্য্য পরশ্রীকাতরতা) প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। পরে মনুষ্যদিগের যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই জ্ঞানের পরিপক্কতা বশতঃ দেব ভাবের উদয় হইতে লাগিল আজন্ম অর্থাৎ পশু ও বীর ভাবের যে সকল কর্ম্ম ফল অপক্ক ছিল অধুনা উহা সুপক্ক হইলে উহার আস্বাদন সুমধুর হইতে লাগিল। সত্যের প্রতি প্রেম গাঢ় হইতে লাগিল, পূর্ব্বে যে সকল বৃত্তি চঞ্চল ছিল এক্ষণে, তাহা ন্যায়পরতা বৃত্তিতে পরিণত হইয়া সত্যের মঙ্গলময় পথের পরিদর্শক হইতে লাগিল।

যেমন গুটিপোকা সকল বৃক্ষের পত্রাদি ভোজন করিয়া

উহাকে বিরূপ করতঃ অবসন্নতা বশতঃ স্বয়ং বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ গুটিকাতে বদ্ধ হইয়া থাকে, পরে তাহারা গুটি ভেদ করিয়া অপূর্ব্ব ও পরম সুন্দর প্রজাপতি রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ সুস্বাদ কুসুম রস পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে; সেই রূপ ষড় রিপু প্রথমাবস্থায় মনুষ্য দেহে উপ-ভোগ করতঃ তাহাকে বিকৃত করিয়া যখন বয়োবৃদ্ধি সহ-কারে আপনাপনি অবসন্ন হইতে থাকে তখন তাহারা বিবিধ উপদ্রবে বিরত হইয়া হৃদয়গুটিকা মধ্যে আবদ্ধ হইতে থাকে। অনন্তর জ্ঞান জ্যোতি রূপ প্রজাপতি—স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে প্রীতি লাভ করিতে থাকে। ষড়-রিপুও ক্রমে ক্রমে গুটিপোকার ন্যায় মৃতবৎ হইয়া অপূর্ব্ব প্রজাপতি রূপ ধারণ করিতে থাকে। অর্থাৎ কাম নিষ্কাম হইয়া স্পৃহা শূন্য হয়। মোহ দয়া রূপে পরিণত হইয়া সর্ব্ব জীবে ইহার শীতল ছায়া প্রদান করিতে থাকে; ক্রোধ ক্ষমারূপ ধারণ করিয়া শান্তি বিস্তারে, লোভ সন্তোষ রূপ ধারণে, মদ নম্রতাবলম্বনে, এবং মাৎসর্য্য ভ্রাতৃ ভাবে সকলকে আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। যত্ন দ্বারা মনুষ্য রিপুগণকে সংযত করিতে পারিলেই দেব ভাবের উদয় হয়। এই দেব ভাবই সত্ব গুণ, এই দেব ভাবে জীবাত্মা আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র ও সত্য প্রেম ভাবে নিমগ্ন হয়েন, তৎকালে তিনি তত্ত্ব জ্ঞান রূপ প্রবোধ চন্দ্রের জ্যোতি দ্বারা পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সমর্থ হয়েন

ও ব্রহ্মরসানন্দে মগ্ন হইয়া অক্ষয় প্রাপ্ত হয়েন। আদি মনু এইরূপে ব্রহ্ম রসাস্বাদন করিয়া নিজ পুত্র পৌত্রগণকেও তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারাও পিতৃমুখ বিনিঃসৃত অমৃতময় বেদবাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুষ্ঠিত কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। শিষ্যেরা বেদ শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া সেই অবধি তাহার নাম শ্রুতি হইয়াছে (বিদ্ধাত্বর্থ জ্ঞান, এইজন্য শ্রুতিকে পণ্ডিতেরা বেদও কহিয়া থাকেন) এরূপ কথিত আছে বেদ ব্রহ্মার * মুখ নিঃসৃত'। যুক্তি দ্বারা এই সম্ভবে যে, আদি মনু মাতৃ গর্ভ বহির্গত বালকের ন্যায় না হইয়া জ্ঞানবান্ যুবকের ন্যায় প্রথমতঃ পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন, যেহেতু তিনি স্বয়ং পিতৃ মাতৃ স্বরূপ বিশ্বনিয়ন্তা আদৌ সৃষ্ট হইয়াছেন। †

যখন মনু সৃষ্ট হইলেন তখন তাঁহার মনুষ্য-স্বভাব-সুলভ নিদ্রাবস্থা—নিদ্রাভঙ্গে নয়ন উন্মীলন করিয়া

---

* পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আদি মনুর একটি নাম ব্রহ্মা।

† যখন ঈশ্বর আদি মনুকে প্রথমতই তরুণাবস্থা দিয়াছেন, তখনই তাহার সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিবেন তাহা অবশ্যই সম্ভবে। কিন্তু গর্ভজাত শিশুরা বর্ব্বর হইয়া পশুভাবে পশুর ন্যায় অবস্থিতি করিয়া ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে জ্ঞান লাভ করিতে থাকেন।

দেখিলেন, প্রাতঃকালে সমস্ত দিক্ আলোকময়, ইহাতে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। অনন্তর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া দেখিলেন, একটি উদ্যান নানা জাতি বৃক্ষসমূহে পরিশোভিত। তথায় বিহগগণ অশ্রুত পূর্ব্ব সুললিত মধুর স্বরে রব করিতেছে। শুনিয়া তদভিমুখে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ হিল্লোলে তাঁহার অঙ্গ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুশীতল করিতে লাগিল। নিকটে গিয়া পক্ষী কূজনের সহিত তিনিও নানাবিধ স্বর উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, যেন বৃক্ষ ও পক্ষীগণের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। পক্ষিগণকে নানাবিধ সুপক্ক ফল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া, তাঁহারও ক্ষুধা বোধ হইল, সুতরাং বৃক্ষ হইতে সুপক্ক মিষ্ট ফল আহরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত পরিতোষ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলেন। পরে সরোবর হইতে করপুটে সুশীতল জল পান করিয়া হস্ত পদাদি ধৌত ও আচমন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অহিংস্র ছাগ, মেষ, গাভী, মৃগাদি জন্তু সকল চরিতেছে ও আনন্দে কেলি করিতেছে, দেখিয়া তাহাদিগের সহিত ক্ষণকাল ক্রীড়া করিতে করিতে সহসা দেখিলেন, পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিয়া তরুণ অরুণ পর্ব্বত শিখর হইতে কিরণ প্রদান করিতেছেন। দেখিবা মাত্র তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে রবি বলিয়া সম্বোধন করিলেন, কহিলেন দেব দিনপতি! তব জ্যোতিতে ধরণী সুশো-

ভিত হইল, অদ্য (আমার প্রথম দিন) তোমার নামে বিখ্যাত হউক। * অদ্য রবিবাসর †। এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে যেন সূর্য্যের জ্যোতির সহিত তাঁহার হৃদয়াকাশে এক অপূর্ব্ব আনন্দ জ্যোতি উদিত হইল, তখন তিনি প্রফুল্লাননে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন ' হে ভাই পশু পক্ষীগণ! হে লতাদি ভগিনীগণ! হে মাতঃ পৃথিবি! হে সূর্য্য! কে আমাদিগকে সৃজন করিয়া এত আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, আমাকে বল, যদি তোমরা কেহ তাঁহাকে জান?' এই শব্দটী নিকটস্থ পাহাড় হইতে গভীর শব্দে প্রতিধ্বনিত হইল " জান " তিনি শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিলেন, যেন কেহ তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে প্রতিবাক্য কহিল। দেখিবার নিমিত্ত পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলেন, এবং চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন, হিমালয়ের তুষারাবৃত উচ্চতর প্রদেশ হইতে নদ, নদী ও নির্ঝরিণী সকল নিঃসৃত হইতেছে। অন্যান্য দিক ও বন উপবন ও উর্ব্বরা ভূমিতে পরিশোভিত হইয়া পৃথিবীর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে, দেখিয়া আরও আনন্দ সহকারে ঈশ্বর প্রেমে মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তখন বিবেচনা করিলেন সমস্ত স্বভাব ঐক্য হইয়া আকাশ বাণীতে তাঁহাকেই আদেশ করিল—" জান " অতএব সৃষ্টিকর্ত্তাকে

* বোধ হয় এই সময় সংস্কৃত বাক্যে এই কথাগুলি বলিয়া থাকিবেন। যেহেতু সংস্কৃত আদি ভাষা।

† হিন্দুমতে সেই দিবসে সত্যযুগোৎপত্তি হয়। রবিবার।

জানা তাঁহারি কর্ত্তব্য, এই বিবেচনা করিয়া একটী বৃহৎ বৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পরব্রহ্মের বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে ধ্যানাশক্ত মনুর এক দিন কুসুম কালে অপরাহ্নে আহার জন্য উদ্যান হইতে কিছু উত্তম ফল আহরণ করিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন, এবং নিজ কুটীর নিকটবর্ত্তী একটীবৃক্ষের মূলে ফল রাখিয়া উপবেশন পূর্ব্বক প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। অনতিদুরে একটী মৃগ মৃগীর সহিত সন্তান উৎপাদন ক্রিয়ায় মুগ্ধ হইতেছে, দেখিবা মাত্র তাঁহার মনোবৃত্তি সেই দিকেই ধাবমান হইল এবং তাঁহার হৃদয়ে কামনা প্রবেশ করিল, কহিলেন "অহম্ বহু ভবিষ্যামি" আমিও বহু হইব, এবং ইচ্ছা করিলেন ঐ মৃগ মৃগীর ন্যায় সন্তান উৎপাদন ক্রিয়া করেন। যখন মনে এই ভাবের উদয় হইল, তখন ঈশ্বর জাত মনুষ্য স্বভাবসিদ্ধ লজ্জা তাঁহাকে আক্রমণ করিল; সুতরাং তিনি সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া সমীপস্থ ফল গ্রহণ পূর্ব্বক কুটীরাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন, পশ্চাৎ হইতে যেন কেহ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় মুগ্ধ করিতেছে অমনি ফিরিয়া দেখিলেন, এক পরমা সুন্দরী কন্যা মৃদু মৃদু হাসিতেছে * উভয়ের চারি নেত্র একত্র

* ঈশ্বরপরায়ণ মুনিদিগের কামনা কখন নিষ্ফল হয় না, সুতরাং মনুর কামনা পূর্ণার্থে কামিনী উপস্থিত হইলেন।

মিলিত হইলে অমনি কমল আঁখি অবনত করিয়া মেদিনী পৃষ্ঠ অবলোকন করিলেন।

মনু কহিলেন, কামিনি! তুমি কি আমার কামনা জানিয়া এখানে আসিয়াছ? এই বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন। পাণি পীড়নে লজ্জাবনতমুখীর অঙ্গ সহসা সিহ্‌রিয়া উঠিল। কপোলদেশ রক্তিমা বর্ণ হইল। রক্তভরে আরও নম্রমুখী হইলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, 'ক্ষমা কর' মনু উত্তর করিলেন, 'ভদ্রে! জগতে যে সমস্ত পদার্থ কোমল গুণে প্রসিদ্ধ তাহাদের কোমলত্ব, সরলের সরলতা, সুন্দরের সৌন্দর্য্য স্নিগ্ধের স্নিগ্ধতা, স্বরবানের স্বর, তোমার অতুল মাধুরি ও রূপরাশি দর্শনে মলীন হইয়া মনস্তাপ পাইতেছে, তাহারা তোমাকে ক্ষমা করুক। এরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আদি দক্ষ। বোধ হয় তুমি কোন ফলাভিলাষে আমার নিকট আসিয়াছ অতএব তুমি ফলবতী হও'। এই বলিয়া তাঁহার দক্ষিণ করস্থিত ফল রমণীর বাম করে প্রদান করিলেন—এবং কহিলেন, সুন্দরি! দেখ তোমার কেশ পাশে যে সমস্ত পুষ্প ধারণ করিয়াছ, ইতি পূর্ব্বে তাহারা কেমন স্ব স্ব বৃক্ষকে পরিশোভিত করিয়াছিল; এক্ষণে আবার তোমার রূপ রাশির পার্শ্বে, তাহারা দ্বিগুণিত পরিশোভিত হইতেছে। তোমার কণ্ঠস্থিত পুষ্পহার ছড়াটির কি সুন্দর রচনা হইয়াছে। তোমার গলদেশে থাকিয়া, উহা যেন

তৃপ্তিলাভ করিয়া হাসিতেছে। সুন্দরী, নিজ অতুল রূপ ও গুণের অশেষ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে স্বীয় কণ্ঠহার মনুর গলদেশে অর্পণ করিয়া কহিলেন, এই পুষ্পহার আমার গলদেশে থাকিয়া আপনার আশীর্ব্বাদ সূচক ক্ষমা বাক্যে আনন্দিত হইয়া হাসিতেছে। আমিও তাহাতে রব প্রাপ্ত হইলাম। হে নরবর! এই মালা আপনাকে বরমাল্য স্বরূপ প্রদান করিলাম, কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। কিন্তু প্রভো! আমি বড় ভীতা হইতেছি। আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য। .পুষ্প সৌরভ, সুশীতল মলয়ানিল, সুস্বর পিকবর, ভ্রমর ঝঙ্কার, স্নিগ্ধকর চন্দ্রিমা, কুসুম সময় শোভা, এসমস্ত দূর হইতে আমাকে ইঙ্গিতে ভয় প্রদর্শন করিতেছে; যেন কহিতেছে, আমাকে একাকিনী পাইলে বিরহানলে দগ্ধ করিয়া, তাহাদের মনস্তাপের পরিশোধ করিবে। যতক্ষণ আপনার নিকটে আছি, তাহারা আপনাকে ভয় করিয়া আমাকে ক্ষমা করিতেছে। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না। আমি এক্ষণে একাকিনী উদ্যান মধ্যে কুসুম কুঞ্জে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেছি। দয়া করিয়া যদি আমাকে তথায় সমভিব্যাহারে লইয়া যান তাহা হইলে, আমি চিরকাল আপনার সেবিকা হইয়া থাকিব। মনু কহিলেন, 'তোমার চরিত্র ও স্বভাব দর্শনে পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। যদি ইচ্ছা হয় আমার

সহিত আইস। স্বয়ম্ভুবা কহিলেন, ‘ আমিও তোমার পবিত্র স্বভাব দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি, চলুন আপনার সঙ্গে যাই।’ এই বলিয়া উভয়ে মনুর কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মনু কহিলেন, ‘ এই আমরা আসিয়াছি। এসো আমরা ফল ভোগ করি ও ফুলশয্যায় সুখে নিদ্রা যাই।’ এইরূপে যামিনী যাপন করিয়া প্রাতে উভয়ে প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া ফল মূল আহরণার্থ ধীরে ধীরে উদ্যানে গমন করিতে করিতে মনু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ প্রিয়ে! গতকল্য কি প্রকারে আমার নিকট বৃক্ষ পার্শ্বে আসিয়াছিলে ?” কামিনী কহিলেন, ‘ আপনি উদ্যান হইতে ফল লইয়া যাইবার সময় আমি দূর হইতে আপনাকে দর্শন করিয়া গুপ্তভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলাম।’ মনু কহিলেন, “ ডাক নাই কেন ?” রমণী উত্তর করিলেন ‘ সহসা পারিলাম না। যদিও ডাকিতে ইচ্ছা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কে যেন আমার কণ্ঠরোধ করিল, তখনই আমার বোধ হইল, ইহার নাম লজ্জা’ আদিম ঈষদ্ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, “ এক্ষণে তোমার সে লজ্জা কোথায় ?” সুন্দরী কহিলেন, “ গত নিশিতে আমরা পরস্পর প্রেম অসিতে ছেদন করিয়া অংশ করিয়া লইয়াছি।” এই কথা বলিবা মাত্র উভয়ের নয়ন উভয়ের অঙ্গের প্রতি অর্পিত হইলে আবার তাহাদিগের লজ্জা বোধ হইল। উভয়েই কহিলেন, ‘ এস আমরা লজ্জা আচ্ছাদন করি’ এই

বলিয়া তাঁহারা বৃক্ষ-বল্কল পরিধান করিয়া আপনাপন অঙ্গাচ্ছাদন করিলেন। অনন্তর মনু কহিলেন, " প্রিয়ে! তুমি অনন্তরাগত মনুষ্যের আদি মাতা হইবে, এই হেতু তোমার নাম অম্বা রাখিলাম" তখন অম্বা কহিলেন, "আপনি সকল মনুষ্যের আদি পিতা হইবেন, আমিও আপনার নাম আদিম অথবা আদিমনু রাখিলাম।" এই বলিয়া উভয়ে সহাস্যবদনে পুষ্পকুঞ্জে গমন করিলেন। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে মনুর পরিবার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন তাঁহার বৃদ্ধাবস্থা, সুতরাং সে সময় তাঁহার দেব ভাবে চিত্ত সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়াছিল। অনেক সময় তিনি নিজ আত্মা পরমাত্মাধ্যানে অর্পণ করিতেন। তিনি সন্ততিদিগকে আপনার নিকট রাখিয়া জ্ঞানগর্ভ * বেদ মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন, তাঁহার সন্ততিরা তাঁহাদিগের উৎপাদনের কারণ তাঁহাকেই জানিয়া " ব্রহ্মা " উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বেদ বিধি শিক্ষা করাইতেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে " বিধাতা " কহিতেন।

॥ * ॥ ইতি তৃতীয় অধ্যায় ॥ * ॥

* এজন্য কথিত আছে যে বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে— বেদ (বিদ্) জ্ঞান।

চতুর্থ অধ্যায়।

রায়। আমি মহাশয়ের মুখে অমৃতময় জ্ঞানগর্ভ আদিম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরম পবিত্র ও পুলকিত হইলাম। কিন্তু মহাশয় কহিলেন, যে আমরা সকলেই এক আদি মনু হইতে সৃষ্ট হইয়াছি তবে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি সকলের বিভিন্নতা দেখিতেছি ?

সেন। প্রথমে স্বয়ম্ভু মনুরজ্যেষ্ঠ * পুত্র তাহার পিতার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলেন, ও ব্রহ্মার্চ্চ্য বিষয়ে তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র হইলেন। তাঁহার সন্তানেরা তাঁহারই ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন, এজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ বংশ হইলেন। † মনুর দ্বিতীয় পুত্র অতি বলবান্ ছিলেন, তিনি নিজ বাহুবলে সকলকে বশীভুত করিয়া মনুর আদেশানুসারে তাহাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন; তাঁহার বংশধরেরা তদনুযায়ী হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করতঃ ক্রমশঃ তাহারা ছত্রধারী ও রাজবংশ হইয়া উঠিলেন। তৃতীয় পুত্র মনুর আদেশানুসারে সকলের স্বাস্থ্য জনক খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কৃষিকার্য্য করিতে

---

* এজন্য অগ্রজ শব্দে ব্রাহ্মণ।

† এতদ্দেশে ব্রহ্মোপাসকেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত।

লাগিলেন, সুতরাং তাঁহার বংশ বৈশ্য নামে বিখ্যাত। মনুর কনিষ্ঠ পুত্র শিল্পকর্ম্মে পারদর্শী হইয়া অগ্রজভ্রাতৃ সকলকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, সুতরাং তাঁহার বংশ শূদ্র হইল। পরে তাঁহাদিগের বংশ হইতে বিবিধ জাতি সঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে। মনু সকল সন্তান ও সন্ততিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা উপদেশ দিতেন ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বত্র সমান, সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন ও বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত আছেন এককালে জানাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে এইরূপ নমস্কার করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন ; যথা—

"ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং
ভুবনমাবিবেশ।
যঃ ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়
নমো নমঃ॥"

"যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন ; যিনি ওষধীতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি"। এইরূপ বেদবাক্য দ্বারা নানাবিধ উপদেশ দেওয়াতে তাঁহারা অনেকেই ব্রহ্মপরায়ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সত্যব্রত হইয়া পরমাত্মাকে প্রীতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পবিত্র ভাবে আরাধনা করিতেন। প্রীতির সহিত পূজা করিতেন ও ভক্তির সহিত নমস্কার

করিতেন। মনুর পরলোকের বহুকাল পরে পৃথিবী উত্তম, মধ্যম, অধম, ত্রিবিধ মনুষ্য দ্বারা পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া আপন আপন মত প্রচার করিতে লাগিলেন, তর্ক বিতর্ক দ্বারা ন্যায় অন্যায় সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন, যখন বাক্য-কৌশলে পুরাতন সরল ভাবের পরিবর্ত্তে স্ব কপোল কল্পিত নিজ ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন, তখন মনু ও মহর্ষি হইতেও "আমি বড়" এই অহঙ্কার অনেক বড় লোকের হৃদয়েও স্থান পাইতে লাগিল ও অহং তাপে ব্রহ্ম রস শুষ্ক হইতে লাগিল, তখন মনুর বেদ বাক্যের মর্ম্ম অনেকে বুঝিতে অসমর্থ হইয়া নানা অনর্থপাত করিতে লাগিলেন; যথা—"যো দেবাহগ্নৌ" ঈশ্বর অগ্নিতে আছেন, তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, অতএব অগ্নিকে পূজা করিলে তাঁহাকে পূজা করা হইবে বলিয়া অগ্নি পূজার বিধি হইল। কেহ বা সূর্য্যকে অগ্নির আকর বলিয়া, সূর্য্যকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। জলকে নীর শব্দ হইতে নারায়ণ উপাধি দিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। ওষধি, বনস্পতি, পশু, পক্ষী, নদ, নদী, অস্ত্র, শস্ত্র, ও যাবতীয় ভয়ঙ্কর বিস্ময়জনক পদার্থ—অধিক কি, যাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার লাভ করিতে লাগিলেন, অল্পমতি মনুষ্যেরা তাহাকে ঈশ্বর বা সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মনুষ্যমাত্রই কুটিল ভাবাপন্ন হইয়া সদাচারভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী হইতে লাগিলেন। দুর্ব্বৃত্ত যক্ষ,

দুরাচার রাক্ষস, দুরাত্মা দা[redacted]ও দুর্দ্দান্ত অসুর দ্বারা ক্রমে পৃথিবী পরিপূর্ণ হওয়াতে দৌরাত্ম্যের আর পরিসীমা রহিল না, ধরা পাপে প্লাবিত হইল। সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিক লোকের মধ্যে কোন দেশে দশ বা পাঁচটী, কোন দেশে বা দুই একটী কোথাও বা একেবারেই অসদ্ভাব দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এমত সময়ে যে সকল ঈশ্বর-পরায়ণ পবিত্র আত্মা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী দুরাত্মাদিগের দুঃসহ দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া সতত ঈশ্বরের নিকট পরিত্রাণ পাইবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং পাছে কুসংসর্গে তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয় এই ভয়ে দ্বীপান্তর হইবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। বহুকাল অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী দগ্ধ হইতেছে, পাপের ভরে ক্ষিতি টল মল করিতেছে, অতএব শীঘ্রই অতিবৃষ্টি দ্বারা মন্বন্তর হইবার সম্ভাবনা, এই বিবেচনায় কোন কোন মহাত্মা রাজগণ ও মুনিগণ জীবন রক্ষার নিমিত্ত উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ কিছু দিন পরেই জলপ্লাবনে মন্বন্তর উপস্থিত হইল। কথিত আছে যে ভারতবর্ষবাসী বৈবস্বত মনু সপ্ত ঋষির সহিত বিবিধ বীজ পশু পক্ষী লইয়া বিশাল অর্ণবযানে আরোহণ পূর্ব্বক ঐ মন্বন্তরে রক্ষা পান *।

* মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয় উপাখ্যানে লিখিত আছে, মৎস্যাবতার দ্বারা কিয়ৎকাল নৌকা সঞ্চালিত হইলে পর তাঁহার

কালডিয়া দেশীয় জিজস্ত্র[redacted]জা সিরিয়া নিবাসী ডিউকে-লিয়ন রাজা, ও পালেষ্টাইনবাসী নোয়া (Noah) ঐরূপ স্ব স্ব পরিবার ও বীজ পশু পক্ষীর সহিত বার্ক্য * মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। এই জলপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী জল মগ্ন হইয়াছিল, ইটী যখন সাধারণ সম্মত তখন অবশ্যই ইহা সম্ভব হইতে পারে, পৃথিবী পাপে পরি-পূর্ণ হইয়া অসুর ভারে টলমল করিতেছে দেখিয়া ঐ সমস্ত ভার হইতে পৃথিবীকে পরিত্রাণ করণাভিলাষে জলপ্লাবন হয়। পাষণ্ড দমন, শিষ্টদিগকে সুশিক্ষা, মনুষ্য দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে, ভবিষ্যতে মনুষ্যদিগের উন্নতিসাধন, বহুকালের অনুর্ব্বরা পৃথিবীকে বিশেষ ফলবতী করা, জগদীশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া তৎকালে এই মঙ্গল জনক ঘটনা উপস্থিত হয় সুতরাং এবিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কারণ কি? যদি জগদীশ্বর জলপ্লাবন দ্বারা এই সমস্ত মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন তবে আর অবিশ্বাস করিবার কারণ কি? সে যাহা হউক এই জলপ্লাবনের প্রায় দুইশত বৎসর পরে যখন পুনরায় মনুষ্যজাতিতে ধরা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল তখন

আদেশানুসারে ঋষিগণ হিমালয় শৃঙ্গে তরণি বন্ধন করিলেন। এই জন্য সেই শৃঙ্গের নাম নৌবন্ধন হইল।

* বার্ক্য, বৃক্ষ সম্বন্ধীয় বৃক্ষ নির্ম্মিত অর্ণবযান। ভাষান্তরে বার্ক্য অথবা আর্ক্য কহে। Bark or Ark.

কালডিয়া (এনাটোলিয়া) বাসীরা পাছে পুনরায় ঐরূপ জলপ্লাবনে বিনষ্ট হয় এই ভয়ে অগ্রে সাবধান হওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু বহুসংখ্যক লোকের কোলাহল জন্য সকলেই পরস্পরের বোল বুঝিতে পারিল না। অতএব সকলে বিবোল অর্থাৎ পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে অসমর্থ হওয়াতে ঐ মন্দির সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইল না। সেই অবধি সেই স্থানের নাম বিবোল অথবা বিবলন হইল *।

জলপ্লাবনের পূর্ব্বেও কিছু দিন পরেও সকল লোকের ভাষা এক ছিল, সুতরাং সেই ভাষা অতি প্রাচীন মাতৃ ভাষা, তাহাই আদি সংস্কৃত ভাষা, কারণ প্রাকৃত, পারসী, আরবী, গ্রীক, ল্যাটীন প্রভৃতি ভাষাতে মূল সংস্কৃত ভাষার শব্দ ও ধাতুর রূপান্তর মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে ঐ সময় মনুষ্যেরা নানাদেশে বিস্তীর্ণ হওয়াতে দেশ বিশেষে বিবিধ ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষেও মুনি ঋষি এবং দেবগণ † কালডিয়ানিবাসীদিগের ন্যায় মন্দির নির্ম্মাণ না করিয়া অন্যরূপ উপায় করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্বদেশবাসীদিগের পুনঃ প্লাবন হইতে

---

* বি =বৈষম্য, বলন =বাক্য= বিবলন। Babelon or Babel —means confusion of the tongue.

† অদ্যাপি ব্রাহ্মণদিগকে দেব, দেবতা অথবা ঠাকুর বলিয়া সম্মান করা হয়।

জীবন রক্ষা করিত, অথবা ঐরূপ দুর্ঘটনা না ঘটিলেও স্বদেশের হিতসাধন করিতে সচেষ্ট হইয়া রাজা ও প্রজাদিগের নিকট কহিলেন, বিগত সংপ্লাবনে বিপুল রত্ন ও যে সমস্ত ধন সম্পত্তি সমুদ্রে মগ্ন হইয়া বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, সকলে ঐক্য হইয়া ঐ সকল রত্নাদি মন্থন দ্বারা সমুদ্র হইতে উদ্ধার করা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য, আমরা সমস্ত রত্ন শ্রমানুসারে বিভাগ করিয়া লইলে আমরা অন্যান্য দেশীয় জাতি অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী হইব। এইরূপ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সকলেই এই বৃহৎ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং এই উপলক্ষে বিশাল অর্ণবপোত সকল নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রে গমন করিতে লাগিলেন। দিক্ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ মুনি ঋষিগণ নৌকার কর্ণ ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বলবীর্য্যশালী অসুরকায় ইতরজাতিরা কখন গুণ টানিয়া কখন বা ক্ষেপণী ক্ষেপে তরণি চালন করিতে লাগিল *। তাহারা সতত বিপদ

* মহাকবি বেদব্যাস মহাভারতে রূপক বর্ণনাচ্ছলে বৃহৎ অর্ণবপোতকে কূর্ম্ম পৃষ্ঠ, সুদৃঢ় গুণ রজ্জুকে বাসুকি ও সুদীর্ঘ শাল মাস্তুলকে মন্দরগিরি বলিয়া রচনা করিয়া নিজ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন ;—তাহাতে পাঠকেরা যেন বাস্তবিক কূর্ম্ম, বাসুকি ও মন্দর মনে না করেন। কবিরা আকৃতি সৌসাদৃশ্যে আপনাপন গ্রন্থের লালিত্য রাখিবার নিমিত্ত প্রায় ঐরূপ রূপক বর্ণনা করিয়া

মুখে পতিত থাকায় ও প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে সন্তপ্ত হইয়া সমুদ্রের লবণাম্বুপানে সামুদ্রিক পীড়ায় ক্রমশঃ অনেকে নিহত হইতে লাগিল * ।

এবম্প্রকার সমুদ্র মন্থনে সমুদ্র গর্ভজাত মণি, মুক্তা,

থাকেন। এস্থলে অর্ণবপোতের শূন্য গর্ভ সাদৃশ্যটী কূর্ম্ম পৃষ্ঠের সহিত উপমিত হইয়াছে।

সচরাচর নাবিকেরা এক গাছি স্থূল রজ্জুর শেষ ভাগে আবশ্যক মতে কতকগুলি ছোট ছোট স্বতন্ত্র রজ্জু বদ্ধ করিয়া নৌকাকর্ষণ কারণ বলিয়া উহার সহস্র মুখ বাসুকির সহিত সাদৃশ্য হইয়াছে।' এক মাস্তুলের অত্যুন্নতা ও দৃঢ়তা স্থূলতার সহিত মন্দর পর্ব্বতের তুলনা অতি চমৎকার হইয়াছে। অতএব পাঠক মহাশয়গণ যদ্যপি ঐসকল রূপক বর্ণনা সদর্থে বিবেচনা না করিয়া উহাকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে অপরাপর স্থলেও ঐরূপ বিশ্বাস করিতে হয় যথা—" উতঙ্ক নাগলোকে গমন করিয়া দেখিলেন, দুইটী স্ত্রীলোক কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণ সূত্র তন্ত্রে আরোপণ করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, এবং দ্বাদশ অর যুক্ত একখানি চক্র ছয়টী কুমার কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইতেছে" ঐ দুইটী স্ত্রীলোক কি সত্যই তন্তুবায় কন্যা? না ছয়টী শিশু কুম্ভকার তনয় হাণ্ডী গঠন উদ্‌যোগ করিতেছে? ইহা পক্ষদ্বয়, ষড়ঋতু ও সম্বৎসরের রূপক মাত্র॥ মহাভারত॥ " The common mistake seems to arise from taking a figure of speach for a matter of facts which leads to worse confusion in the ology than it would in geometry. " T. Parker.

* এজন্য মহাভারতে বর্ণিত আছে, যে বাসুকি মুখনির্গত গরলে অসুরগণ নিহত হইতে লাগিল।

প্রবাল প্রভৃতি রত্ন, বিদেশস্থ হয়, হস্তী, প্রয়োজনোপযোগী পশু এবং নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট সামগ্রী ও অমৃত স্বরূপ বিভিন্ন স্থান জাত ঔষধি স্বদেশে আনয়ন করিয়া যথার্থই লক্ষ্মী লাভ করিল * তদবধি দূরদেশে গমনাগমন ও বাণিজ্যের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরে যে স্থানে তাঁহারা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন, তথায় এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা প্রদেশীয় বণিকেরা তাহাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া অনায়াসে পরস্পর বাণিজ্য করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ঐ স্থান সমৃদ্ধিশালী হইয়া মিসর † নামে একটী মহানগর হইল। সুতরাং বাণিজ্য ব্যবসায়-নিবন্ধন ভারতবর্ষবাসী অনেক বণিক ও নাবিকেরা ও অন্যান্য ইতরজাতি, বেদে, মাল ‡ প্রভৃতি তথায় বাস করিতে লাগিল।

অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে মনু * * নামে এক জন পুরুবংশোদ্ভব রাজ পুত্র পিতা কর্ত্তৃক অভি সম্পাতিত হইয়া

---

* এই নিমিত্ত কথিত আছে সমুদ্র মন্থনে অমৃত ও লক্ষ্মী উৎপন্ন হয়।

† Mizr- modern Egypt.

‡ বোধ হয় বেদে ও মাল যাহারা সর্পমন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিল, এই মালদিগের ভেল্কী বিদ্যা হইতেই Magic হইয়াছে।

* * Men or Meness was the name.

অনেক অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় পলায়ন করেন। এ দেশীয় নাবিক ও বণিকগণ যাহারা মিসরে ইতি পূর্ব্বে বাস করিয়াছিল, তাহারা স্বদেশীয় রাজপুত্র দর্শনে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে তথাকার রাজসিংহাসনে অভিষেক করিলেন। এইরূপে আর্য্য রাজ্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া মনু তথাকার স্বাধীন রাজা হইলেন, এবং তাঁহার বংশোদ্ভব রাজনেরা পৌরব * নামে বিখ্যাত ছিলেন। যখন এতদ্দেশীয় অর্থলোলুপ ইতর লোকেরা শ্রবণ করিল, যে স্বদেশীয় পৌরববংশীয় রাজপুত্র তথায় রাজপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন, ও তথাকার জল বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর, আহার্য্য সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং বণিক ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হইতেছে, তখন অনেকেই ধনাকাঙ্ক্ষায় তথায় যাইতে অভিলাষী হইল। বিশেষতঃ নব পুরু রাজা ও মিসর দেশীয় সদাগরেরা উপস্থিত স্বদেশীয় লোকদিগকে অর্থ ও উপযুক্ত ভূম্যাদি প্রদান করাতে সেই প্রলোভনে অনেকেই পরিবার ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে স্ব স্ব মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ হইয়া স্বদেশস্থ বহুতর দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অর্ণবযানে তথায় গমন করিলেন, এই প্রকার বহুসংখ্যক লোকের এককালে স্বদেশ পরিত্যাগ জন্য যে ভয়ানক গোলযোগ উৎপন্ন হয়, ইহাকেই পুনঃ সমুদ্র মন্থন

---

* পুরু— পৌরব—Pharaoh.

কহে কারণ এই পুনর্যাত্রা কেবল স্ব স্ব মঙ্গলসাধন উদ্দেশেই হইয়াছিল। কাহারও সাধারণের হিতসাধন করিবার উদ্দেশ্য ছিল না। এই সময়ে আর্য্য রাজগণ অনেককে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত দেখিয়া তন্নিবারণার্থে যে একটী কঠোর রাজাজ্ঞা প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, যে কোন ব্যক্তি সিন্ধু পার হইবে বা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিবে তাহাকেই পতিত হইতে হইবে। অনেকে এই ভয়ে ভীত হইয়া আর ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিতে সাহসী হইল না। কিন্তু যাহারা তৎকালে সমুদ্রে গমন করিয়াছিল, তাহাদিগের স্ব স্ব মঙ্গলাশা বলবতী হইয়া ঐ অলঙ্ঘনীয় কঠোর রাজদণ্ডাজ্ঞা রূপ কালকূট গরল গ্রাস করিল *। তাহারা রাজাজ্ঞায় পতিত হইয়াও মিসর দেশে গমন করিল, কিন্তু তাহাদিগের মঙ্গল নিহত হইল না, বরং মঙ্গল সাধনে উত্তর উত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে অবধি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গমন বা বাস করিতে নিষেধ হইল † সেই অবধি বাণিজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা

---

* এই মঙ্গল শব্দকে শিব বলিয়া পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। শিব পুনর্ম্মন্থনে উত্থিত গরল ভক্ষণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন।

† এই সময় হইতে সিন্ধুনদীর পশ্চিমবাসী লোকেরা ভারতবর্ষবাসীদিগকে সিন্ধুস্থানি বা হিন্দুস্থানী কহিত। তাহা হইতেই ক্রমে হিন্দুস্থান ও হিন্দুজাতি নাম বিখ্যাত হইয়াছে।

অল্প হইতে লাগিল। এই সময়ে এতদ্দেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় বণিকগণ কেবল ভারতবর্ষের অধীনস্থ ও নিকটবর্ত্তী সিংহল, মালয়, লঙ্কা দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে একত্র হইয়া বাণিজ্য করিত। কালক্রমে এই সকল দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, এতদ্দেশীয় বণিকগণ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশে বাস করিতে আরম্ভ করিল। এবং পতিত হইয়াছি বলিয়া তাহারা ইতর জাতির সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা অবলম্বন করিতে লাগিল। এবং দ্বীপবাসীরা ক্রমে বলবান স্বাধীন হইবার মানসে আর্য্য-রাজ্যে পুনঃ পুনঃ উৎপাৎ ও আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগের যজ্ঞাদি বিনাশ করিতে লাগিল, সুতরাং তাঁহারা ঐ সমস্ত অসুরদিগের দমনের নিমিত্ত সকলে একতা অবলম্বন পূর্ব্বক বারম্বার যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাভব করিলেন, তাহারা সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হইয়া আর্য্যদিগের ভয়ে "কেহ ভূগর্ভে (অর্থাৎ গিরি গহ্বরে) কেহ বা লবণার্ণব গর্ভে (অর্থাৎ দ্বীপান্তরে) প্রবিষ্ট হইল" *। যাহারা পর্ব্বত গহ্বরে এইরূপ লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিল তাহা-দিগের বংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করাতে চোহাড়, ধাঙ্গড়,

---

* মহাভারতে সুরাসুরের যুদ্ধ মধ্যে অসুরেরা এইরূপ লুক্কায়িত হইয়া থাকে কথিত আছে।

ভিল, কোল, কুলী, সাঁওতাল, ইত্যাদি জাতি নামে পরিচিত হইয়াছে। ফলতঃ তাহারাও ইতর হিন্দু।

পঞ্চম অধ্যায়।

রায়। ভাল, যাহারা ভারতবর্ষ হইতে মিসর রাজ্যে গমন করিয়াছিল, তাহারা কি আর্য্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ক্রিয়া-কলাপ করতঃ হিন্দুয়ানি বজায় রাখিয়াছিল? না আচার ভ্রষ্ট হইয়া যবন হইয়াছিল?

সেন। মিসর রাজ্য দিনে দিনে উন্নতিশালী হইলে বহু-দেশীয় যবন ও ম্লেচ্ছ জাতি সদাগরেরা তথায় আসিয়া বসবাস করিয়াছিল, সুতরাং ভারতবর্ষীয় মিসরবাসী লোকেরা যবন * ও ম্লেচ্ছ † জাতিদিগের সহিত সতত একত্র সহবাসে যদিও ক্রমে আচারভ্রষ্ট হইতে লাগিল, তথাপি একেবারে স্ব স্ব পৈতৃক আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে নাই; এবং তাহারা কদাপি যবন ও ম্লেচ্ছদিগের

---

* Jove or Jehova যবা দেবতার উপাসকদিগকে যবন কহে।

† Moloch মালিক্ষ দেবের উপাসকেরা ম্লেচ্ছ জাতি।

সহিত একত্র বসিয়া আহার করিত না *। যেহেতু ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এবং তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বহুকালাবধি ঐ জাতিভেদ রক্ষা করিয়াছিলেন, ঐ চারি জাতি ব্যতীত মিসরদেশীয় পরাজিত লোক ও এতদ্দেশীয় সামান্য লোকেরাই তথায় ইতরজাতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল †। কিন্তু আর্য্য সম্প্রদায় হইতে কি রাজ্য সম্বন্ধীয়, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন হওয়াতে তাহাদের সুবিধানুযায়ী নিয়ম প্রতিপালন করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাই ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম পুস্তক সকল ও সংস্কৃত অক্ষরের পরিবর্ত্তে সঙ্কেত অক্ষর

---

* "Because the Egyptians might not eat bread with the Hebrews; for that is an abomination unto the Egyptians" Genesis. Chap: XLIII. Ver 32.

† There is no doubt that this singular nation had attained a high degree of refinement and luxury at a time when the whole western world was still involved in barbarism, when the history of Europe including Greece had not yet began, and long before Carthage, Athens and Rome were thought of. This high state of material civilization was attained under a system of institutions and policy which resembles in some respects those of the Hindoos. It was a monarchy based upon an all powerful hierarchy. The inhabitants were devided into a kind of hereditary castes, the

first of which consisted of the priests, who filled the chief offices of the state. They were the depositaries and the expounders of the law and the religion of the country.

They monopolized the principal branches of learning ; they were judges, physicians, architects. Their sacred books like their temples, were not open to the vulgar. They had a language or] atleast a writing peculiar to themselves. The king himself, if not of their caste, was adopted into it, was initiated into its mystrics, and became bound by its regulations. The priests were exempt from all duties, and a large portion of land was set apart for their maintenance ;—The priests were subject to certain strict regulations : they abstained from certain meats and at times from wine, made their regular ablutions, had but one wife, while polygamy was allowed to the other castes, and they wore a peculiar dress according to their rank. The soldiers formed the secend caste, for Egypt had a standing army from a very remote period, divided into regiments or battalions, each having its standard with a peculiar emblem raised on a pike and carried by an officer. Their arms were the bow, sword, battle-axe, shield, knife or dagger, spear, club, and sling. Their besieging engines were the battering ram, the testudo and the scaling ladder. They had a military music, consisting of a kind of drum, cymbals, pipe, trumpet and other instruments. The militery caste was held in high repute and enjoyed great privileges. Each soldier was allowed a certain measure of land, exempt from every charge which he either caltivated himself when not on active service, or let to husband-men or farmers. Those who did the duty of royal guards

had besides an ample allowance of rations. They were inured to the fatigues of war by gymnastic exercises, such as wrestling, cudgelling, racing, sporting and other games, of which the representations still exist on their monuments. The husbandmen formed another class, which was next in rank, as agriculture was highly esteemed among the Egyptians. They made use of the plough and other implements......The next class was that of the artificers, and tradesmen, who lived in the towns.........The taste displayed by the Egyptians in several of their articles of furniture is not surpassed by our most refined manufactures of modern times.........

The last class or caste included pastors or herdsmen, poulterers, fishermen, and servants. The herdsmen and shepherds appear to have been held in peculiar contempt among them. Besides servants, they had a number of slaves, both black and white. Fish was an article of common food, except to the priests. Like the Hindoo, every Egyptian was required to follow his father's profession and to remain in his caste. Of their astronomy we know but little, but it appears to have been confounded with mythology and astrology and made subservient to religions polity. Diodorus says that they foretold comets; but he also says that they foretold future events, leaving us in doubt either or both cases.

Their mythology appears to have been originaly symbolical, but afterwards degenerated, at least for the vulgar, in to gross idolatry. (Vide Penny Cyclopædia, Vol; IX. Page 306. Egypt Meixr or Masr. মিসর)

প্রণালী অনুসারে লেখা হইল * ; যাহা অনায়াসে সাধারণের বোধগম্য হইত না। উচ্চশ্রেণীস্থ লোক অর্থাৎ পুরোহিত ও রাজবংশীয় লোকেরাই উহা অধ্যয়ন করিত ও বুঝিতে পারিত। ঐ প্রকারে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য ও পরব্রহ্মের উপাসনার প্রণালী লিখিত থাকাতে সামান্য লোকের বোধগম্য হইত না ; সুতরাং তাহারা এতদ্দেশীয় শূদ্রদিগের ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিত না পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য ওঁ † শব্দ পুরোহিতেরা ও ক্ষমতাশালী রাজবংশীয় মহাত্মারাই কেবল শিক্ষা করিতেন। হিন্দুশাস্ত্রের মত তাহাদিগেরও শাস্ত্র রূপক দ্বারা ভগবানের বহুরূপ কল্পনা করিয়া বর্ণিত ছিল, এজন্য তাহারাও হিন্দুদিগের ন্যায় তর্পণাদি ক্রিয়া করিত ও ধূপ দীপ নৈবদ্য বলিদান আদি ক্রিয়া দ্বারা দেব দেবীর অর্চ্চনা করিত। মিসর বাসিরা অপীশ ‡ অর্থাৎ জলদেবের পূজা করিত; এবং উপহার স্বরূপ যে পশু বা ছাগ বলিদান করিত তাহার মুণ্ড লইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক নদীতে নিক্ষেপ করিত, এবং এই বলিয়া প্রার্থনা করিত যে, হে অপীশ দেব! আমাদিগের পাপ প্রক্ষালন করুন। ঐ মস্তকের সহিত আমাদিগের

---

* অষ্টমাধ্যায় পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন Hieroglyphic character.

† Genesis. Chap: XLI. Vers 45. Poti-pherah priest of On. ওঁ।

‡ "অপ্ ঈশ" জলদেবতা—Apis

সমস্ত পাপ নিক্ষেপ করিলাম *। মানব আত্মা যে অবিনাশী ও মরণান্তে পরলোকে গমন করে তাহা কেবল প্রথমে আর্য্য ঋষিরাই নিরূপণ করেন, এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে মনুষ্যদিগকে প্রবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত শাস্ত্রেও ব্যক্ত করিয়াছনে, যে যাহার সৎকর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীতে যতকাল নাম প্রচলিত থাকিবে ও যিনি বিশেষরূপে যশ ও কীর্ত্তি † উপার্জ্জন করিবেন, তিনি ততকাল স্বর্গলোকে বসতি করিবেন, এবং নিষ্পাপী মহাত্মারা সশরীরে স্বর্গারোহণকরিবেন। সুতরাং মিসরদেশীয় পুরুরাজ বংশীয়গণ পৈতৃকমতানুসারে দীর্ঘকাল স্বর্গে বাস করিবার আশয়ে যশ কীর্ত্তি দ্বারা স্ব স্ব নাম চিরকাল মর্ত্ত্যলোকে প্রচলিত রাখিবার নিমিত্ত অধিক ব্যয় করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত অত্যুচ্চ পৌরমঠ ‡ সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৃত্যু হইলে তাহারা মৃতদেহকে অগ্নি দ্বারা বা অন্য প্রকারে বিনষ্ট না করিয়া মুসব্বরাদি গন্ধদ্রব্য প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব সমাজ মন্দিরে রক্ষা করিত। এই প্রকারে সকলে নিজ নিজ পৌরমঠে

* Vide Saturdays magazine Vol : XIII. Page 149.

† " কীর্ত্তিযস্য স জীবতি " এই বাক্যই ইহার সপ্রমাণ।

‡ Pyramid. পুরুবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পৌরমঠ।

মৃতদেহের সমাধি করিত *। যেহেতু তথাকার পুরোহিত-দিগের এই বিশ্বাস ছিল, যে মৃতদেহ যতকাল রক্ষা করা যায় তাহার আত্মা ততকাল স্বর্গসুখ ভোগ করেন। এবং যত্ন সহকারে ঐ মৃতদেহ পৃথিবীর শেষ দিবস পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে ঐ মৃতদেহ আত্মার সহিত সশরীরে স্বর্গে গমন করে †। এই বিশ্বাসে তত্রত্য সামান্য লোকেও স্বর্গবাসাভিলাষে কেবল মুসব্বরাদি গন্ধ দ্রব্য সংযোগে মৃত-দেহ রক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপ শব রক্ষা করণের নাম মমীকরণ ‡ পিতা মাতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা ** জানিয়া পুত্রেরা তাহাদিগের পিতা মাতার দেহ ঐরূপ রক্ষা করিয়া গৃহদেবতা স্বরূপ যাবজ্জীবন সেবা করিত। পার্শ্ববর্ত্তী দেশের লোকেও ঐ মমীকরণ প্রথার অনুকরণ করিয়াছিল, এজন্য অদ্যাবধি গোর দিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে য়িহুদিবংশের আদিপুরুষ এব্রাহিম মিসরদেশের আচার ব্যবহার অবগত হইয়া তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ঐ মৃতদেহ একটী গহ্বরে রক্ষা করিয়াছিলেন।

য়িহুদিবংশোদ্ভব জেকব পুত্র যোজেপ, যাঁহাকে

---

* অদ্যাপি এদেশে অনেক রাজাদিগের সমাজবাটী আছে।

† Resurrection.

‡ Mummy.

** "মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা"।

বাল্যকালে মিসর দেশীয় রাজকর্ম্মচারি পতিপ্রহরি (অর্থাৎ সহর কোতয়াল) ক্রয় করিয়া ক্রীতদাস করিয়া রাখেন। তিনি ক্রমে বুদ্ধি কৌশলে পুরুরাজের প্রিয়পাত্র হইয়া প্রধান মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ পদ লাভ করেন। তিনি আগামী মন্বন্তর নিবারণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জল আচরণীয় করিয়া য়িহুদি নামের পরিবর্ত্তে জীবনাথ পানীয় † উপাধি দিয়া মিসর জাতি করিয়া তুলিলেন ও মিসরজাতির সহিত আচার ব্যবহার প্রচলিত করাইবার নিমিত্ত পতিপুরের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন ‡ সুতরাং যোজেপ বাল্যকালাবধি মিসরদেশবাসী

---

* "And Joseph was brought down to Egypt; and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard an Egyptian bought him &c" Genesis. Chap: XXXIX Ver I.

Potiphar (Poti-পতি Phar প্রহর বা প্রহরী) means captain of the guards-প্রহরে প্রহরে ঘড়ি পিটিয়া প্রহরী বদল হইত, ঐ প্রহর ও প্রহরী যাহার অধীনে ছিল তিনি প্রহরিপতি॥

† Zaphnath-paaneah.

‡ Genesis: Chap: XLI Ver: 45 and Pharoah called Joseph's name Zaphnath paaneah, and

হইয়া রাজানুগ্রহে মিসরজাতির ন্যায় আচার ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। জীব-নাথ পানীয়কে (যোজেপকে) অন্য জাতি বলিয়া কেহই জানিত না ; এমন কি তাঁহার সহোদর ভ্রাতৃগণও তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে জানিতে পারিয়া তাঁহার দরিদ্র ও বৃদ্ধ পিতাকে স্মরণ করিলেন। তিনি কৌশল পূর্ব্বক তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণকে মিসর-রাজ্যে আনয়ন করিয়া ঘোষ * স্থানে বসতি করাইলেন। তিনি মেষপালক ছিলেন ; মিসর জাতি লোকেরা মেষ-পালকদিগকে অতি নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া ঘৃণা করিত, তজ্জন্য পাছে তাঁহার মৃত্যু হইলে, যোজেপ তাঁহার মৃতদেহ মিসরজাতি মৃতদেহের সহিত একত্র রাখিলে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় ও তাঁহার সৌভাগ্যের হানি হয়, এই আশঙ্কায় তিনি পূর্ব্বেই যোজেপকে শপথ

---

he gave him to wife Asenath the daughter of Poti-pherah priest of On. যিনি ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের আচার্য্য বা পুরোহিত ছিলেন।

* Land of ghosen. পূর্ব্বকালে ঘোষ লোকেরা রাজ্যপ্রান্তে বাস করিত, মহাভারতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পূর্ব্বক অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন, যেন তাঁহার মৃতদেহ পৈতৃক গোরস্থানে কবর দেওয়া হয়। এজন্য তাঁহার মৃত্যু হইলে মিসর দেশীয় রীত্যনুসারে তাঁহার মৃতদেহ মমীকরণের পর অঙ্গীকার প্রতিপালন জন্য তাঁহার শবকে পৈতৃক গোরস্থানে প্রেরণ করিয়া গোর দিলেন। এবং যোজেপের মৃতদেহও ঐ প্রকার মুসব্বর গন্ধ বোল প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য লেপনে শুষ্ক করণানন্তর একটী মনুষ্যাকৃতি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সিন্দুক * মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক মিসরজাতির ন্যায় রক্ষা করা হইয়াছিল। য়িহুদিজাতির পুরাতন ধর্ম্ম ইতিহাস † যেনিসিসে দেখা যায় যে য়িহুদিদিগের গোর দেওয়া প্রথাটী ইব্রাহিমের সময় হইতেই সূত্রপাত হয়। রহিম ‡ মেষপালক ছিলেন তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া মেষচারণ করিতেন, একদা তিনি মিসর রাজধানী গমন করেন, এবং তথাকার রাজার নিকট হইতে তাঁহার রূপবতী ভার্য্যার পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক

---

* Coffin

† Old Testement. Genesis

‡ মুসল (Mosul) দেশীয় অর্থাৎ মুসলমান ও হিবরণ (Hibron) বাসী হিব্র উভয় জাতিই রহিমের বংশ। মুসলমানেরা তাঁহাকে রহিম, ও হিব্রু অর্থাৎ ইহুদিরা, অবরহিম কহিত। অবা ইহুদি ভাষায় পিতা বুঝায়।

গো, মেষ, অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ও দাস দাসী প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু যখন রাজা অবগত হইলেন সে তাহার অক্ষীত যোনি ভগ্নী নহে, বিবাহিতা স্ত্রী, এবং তাহারা অধমজাতি মেষ-পালক তখন তিনি জাতি ভয়ে তাহাকে রহিম হস্তে পুনঃ প্রদান করিলেন। রহিম তথা হইতে সমস্ত রাজদত্ত বিভব ও স্ত্রী লইয়া হিব্রণ বা ইব্রণ দেশে আগমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এবং ঐ সকল বিভব প্রযুক্ত তথায় তিনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক হইয়া উঠিলেন। অপরাপর লোকেরা তাহাদিগকে হিব্রুজাতি বলিতে লাগিল। ইতি-পূর্ব্বে তাহাদের কোন ধর্ম্ম প্রণালী ছিল না। নিঃসন্তান রহিম বংশবৃদ্ধি হইবার প্রার্থনায় ষষ্ঠী পূজার ন্যায় জহবা * দেবের পূজা করিতে লাগিলেন। য়ীশক নামে তাঁহার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে কর্ণবেধ সংস্কার স্বরূপ ত্বকচ্ছেদ ব্যবস্থা করিলেন। সেই অবধি জহবাদেব তাঁহাদের কুল-দেবতা হইল †। রহিম বংশ য়িহুদিরা যোজেপ কর্ত্তৃক আনীত হইয়া ঘোষ স্থানে চারিশত বৎসর মিসর রাজ্যে বাস করে, সুতরাং তাহাদের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার,

---

* Jehova. জহবা Progenator জনক, উৎপাদক, ইহার মূল সংস্কৃত জন, জন্ম ; জনক ;

† God of Abrahim, the God of Isaac, the God of Jacob, Exodus chap : III. Ver : 15.

ধর্ম্মসংস্কার ও পূজা অর্চ্চনার পদ্ধতি সমুদয় মিসরদেশীয় ইতর লোকদিগের মত হইয়াছিল।

ঐ সকল রীতি ও ধর্ম্মসংস্কার প্রযুক্ত তাহারা মৃতদেহকে গন্ধ দ্রব্যাদি লেপন দ্বারা কবর মধ্যে রাখিত *। এবং ঐ মত বিশ্বাস করিত যে পরকালে, বিচারের দিবসে ঐ মৃতদেহ পুনর্জীবিত † হইয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করিবে। অদ্যাবধি য়ীহুদি মুসলমান ও খৃষ্টানেরা এই সংস্কারটী পরিত্যাগ না করিয়া সঙ্গতি বিশেষ উত্তম বসন অলঙ্কার ও সুগন্ধি দ্রব্য অথবা আতর গোলাব ল্যাভেণ্ডার দ্বারা মৃতদেহ সজ্জীভূত করিয়া কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিন্ধুক মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত এক একটী স্বল্পায়ত গোর মঠ স্বরূপ স্থাপন করে ‡। চারি শত বৎ-

---

* And their came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrah and aloes, about an hundred pound weight. Then took they the body of Jesus, and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury. St. John. Chap XIX Vers 39 & 40.

† Resurrection.

‡ গোর মন্দির সকল আকৃতি বিশেষে ভিন্ন ভাষায় মস্‌জিদ্; সিপলকার, মনুমেণ্ট বা টুম্ব বলিয়া উক্ত হয়।

সর পরে মিসর রাজ্যে য়ীহুদিরা মিসররাজার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া মুসার † সমভিব্যাহারে তথা হইতে যখন পলায়ন করে তখন মুসার উপদেশে য়ীহুদিরা এক ঈশ্বরবাদী হইয়াও পৌত্তলিক সংস্কার প্রযুক্ত স্বর্ণ নির্ম্মিত গো বৎস পূজা করিয়াছিল ; মুষা তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ভয় প্রদর্শন করিয়া, মূর্ত্তিমান্ দেবতা পূজা নিবারণ করেন। তিনি বাল্যকালাবধি মিসর রাজকন্যার পালিত পুত্র ছিলেন ; এবং রাজপুত্রদিগের সহিত তাঁহার বিদ্যাভ্যাসও হইয়াছিল। সতত ভদ্র সমাজে থাকিয়া তিনি দেব দেবীর পূজার প্রণালী ও বিধি বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন, ও ঐ সকল প্রণালীর শুচি অশুচি শুদ্ধ অশুদ্ধ এই সমুদায় ভাব অবগত হইয়াছিলেন ‡। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের যে কেবল একমাত্র পরব্রহ্মোপাসনা লক্ষ্য ছিল, এবং তথাকার

---

† Moses.

‡ এই নিমিত্ত তাহার লিভিটিকস্ (Leviticus) পুস্তকে পবিত্র অপবিত্র প্রায়শ্চিত্র বিধান, পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বলিদান প্রভৃতি হিন্দুভাব সমুদায় সবিশেষ প্রকটিত আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার অনুসারে কিছু কিছু পৃথক হইয়াছে। য়িহুদীয় ধর্ম্মপুস্তক সকল পুরাণ ও স্যাম (Psalm) বেদের মর্ম্মে লিখিত হইয়াছে।

পুরোহিতেরা মূঢ় ব্যক্তিদিগের উপাসনার সহজ উপায়ের জন্য পৌত্তলিক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি, পৌত্তলিক ধর্ম্ম হইতে লোকদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর আমাকে এই এই বলিতেছেন ইত্যাদি বিশ্বাস্য এবং অবশ্য প্রতিপাল্য বাক্য প্রয়োগে এবং ভয় প্রদর্শনে সামান্য লোকের মন সহজে আকর্ষণ করিতে পারা যায়, তাহাও তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি ছিল। এজন্য সর্ব্বদা কহিতেন, "ঈশ্বর আমাকে এই এই আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, প্রতিপালন কর, নতুবা অমঙ্গল হইবে।" আরও স্থির করিলেন যে, যদি আনুসঙ্গিক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার প্রদর্শন করান যায়, তাহা হইলে লোকে আমার কথায় আরও বিশ্বাস করিবে।

—যখন মিসরদেশীয় ধর্ম্মনীতিজ্ঞ মুষা বয়োবৃদ্ধিসহকারে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি মিসরজাতি নহেন য়িহুদি, তখন তিনি, রাজ দণ্ডে উৎপীড়িত-স্বজাতিবর্গের পক্ষ অবলম্বন করিলেন; এবং মিসরজাতি একজনকে হত্যা করিয়া, রাজদণ্ড ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক গুপ্তবাসে ছিলেন। বোধ হয় তিনি ঐ সময়ে মারীকরণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, ও সর্পমন্ত্র প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা * বাজীকরদিগের নিকট উত্তম

---

* ইতর জাতিরা ঐ সমস্ত বিদ্যা পূর্ব্বে হিন্দুস্থান হইতে শিক্ষা করিয়া মিসর রাজ্যে গমন করে।

রূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন।—তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা য়েরণকে * সঙ্গে লইয়া, তাহার হস্তে একগাছি মন্ত্রপূত যষ্টি † প্রদান পূর্ব্বক মিসররাজের নিকট উৎপাতজনক অনেক ভোজ বাজী প্রদর্শন করান; এবং মারীকরণ মন্ত্র প্রভাবে প্রায় মিসরবাসী সমস্ত পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগকে নিহত করিয়া, রাজাকে বিরক্ত করত স্বদলস্থ য়িহুদিদিগকে দাসত্ব হইতে মোচন করিলেন; এবং তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক নিজ বাহু বলে রাজ্য স্থাপন করিলেন।

কালক্রমে তথায় অনেকানেক ধার্ম্মিক ও পবিত্র লোক জন্ম গ্রহণ করিলেন। সত্যব্রত রাজন্যবর্গ সৎকার্য্য দ্বারা যশস্বী হইয়া সিংহাসনের শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। জেরুজিলম রাজধানীতে অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের পূজার নিমিত্ত অতি চমৎকার ও বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইল। পৌত্তলিক পূজার প্রথা কিছুই ছিল না, কেবল যে প্রস্তরে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা খোদিত ছিল, ও যাহা ঈশ্বরের অঙ্কিত চিহ্ন বলিয়া শালগ্রাম ‡ স্বরূপ পবিত্র বিবেচনা করিত,তাহা

---

* Aaron.

† অদ্যাবধি সামান্য বাজীকরেরা এক এক গাছি ছোট যষ্টি কিম্বা অস্থি হস্তে ধারণ করিয়া "লাগ্ লাগ্" বলিয়া আশ্চর্য্য ভেল্কী দর্শন করায়।

‡ চক্রাঙ্কিত শিলায় নারায়ণের আবির্ভাব আছে বলিয়া হিন্দুরা পূজা করেন। য়ীহুদিদিগেরও দশমাজ্ঞা খোদিত প্রস্তর তদ্রূপ।

ঐ মন্দির মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট সুশোভিত স্বর্ণ সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক তৎপার্শ্বে উজ্জ্বল স্বর্ণ নির্ম্মিত দুইটী পরীর ন্যায় পুত্তলিকার পাখা দ্বারা তাহা আবৃত ছিল। তাহাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব আছে বিশ্বাস করিয়া পূজা ও অর্চ্চনা করিত। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও সমাংস আহুতি প্রদানে অর্চ্চনা করা হইত। হিন্দু জাতির ষষ্ঠী পূজার ন্যায় য়ীহুদিরাও এই মন্দিরস্থিত দেবতা পূজায় শান্তি লাভ করিত। লিভিটিস বংশ * ব্রাহ্মণের ন্যায় পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পন্ন করিত॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রায়। আপনি কহিলেন যে, মিসরদেশীয় ধর্ম্ম, আর্য্য ধর্ম্মের অনুকরণ, মূষা তাহাদিগের নিকট শিক্ষা করেন, ভাল, গ্রীক ও রোমদিগের ধর্ম্মে হিন্দু পৌত্তলিক ধর্ম্মের সহিত অনেক ঐক্য হয়, তাহারাও কি উহাদিগের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল?

সেন। তৎকালে গ্রীক ও রোমানজাতির নাম গন্ধও পৃথিবীতে ছিল না। প্রথমে য়ীহুদি ও ফিনিসীয় জাতিরা মিসরদেশীয় শাস্ত্র ও ধর্ম্মভাব গ্রহণ করে; ঐ ফিনিসীয়

---

* Levities.

জাতির নিকট হইতে গ্রীক এবং গ্রীক হইতে রোমান জাতি পৌত্তলিক ধর্ম্ম শাস্ত্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে। ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আর ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে, যে স্থানে আদি মনু বাস করিতেন, তথা হইতে তাঁহার সন্তানেরা ব্রহ্মর্ষি দেশে আগমন করিয়া ক্রমশঃ আর্য্যাবর্ত্ত বিস্তার করেন। ঐ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আর্য্য-বংশোদ্ভব * মনুষ্যেরা পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছে। আর্য্যদিগের উন্নতি সহকারে আর্য্য ধর্ম্ম ও বিদ্যা তাঁহা-দিগের সহিত মিসরদেশে গমন করে, ও তথা হইতে ইউ-রোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। মনুষ্য হৃদয়ে স্বাভা-বিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিহিত থাকাতেই, বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রভাবে নানা প্রকার শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। প্রথমে যেমন রাজা ছিল না, ক্রমে প্রয়োজনমতে পরস্পরের বিবাদ দমন করিবার নিমিত্ত "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা" বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত পাত্রকে লোকে ঐক্য হইয়া রাজ্যে অভিষেক করে। তদ্রূপ প্রথমে গুরু পুরোহিতও ছিল না, কিন্তু মনুষ্য ঈশ্বর-দত্ত ধর্ম্মবৃত্তির উন্নতি করিবার নিমিত্ত, এবং ঈশ্বরকে জানি-বার জন্য "অজ্ঞানস্য জ্ঞানং গুরুঃ" বোধ করিয়া গুরু পুরোহিতের প্রয়োজন জানিয়া সর্ব্বসাধারণে ঐক্য হইয়া ধার্ম্মিক ও পবিত্রাত্ম ব্যক্তিদিগকে গুরু পুরোহিতপদে

---

* Aryan race.

স্থাপন করিল। এবং যেমন রাজাকে নিজ নিজ উপার্জ্জনের কিয়দংশ কর স্বরূপ দেওয়া হয়, গুরুদিগকেও ঐরূপ কিয়দংশ দেওয়া হইতে লাগিল। তাঁহারাও সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া সকল প্রকার শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত, আত্মতত্ত্ব, সকল শাস্ত্রই আলোচিত হইতে লাগিল। এমন কি যত প্রকার শাস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় ভারতবর্ষই তাহার আকর স্থান স্বীকার করিতে হইবে। মানসিক সদসৎপ্রবৃত্তি রূপকচ্ছলে মুণ্ডক উপনিষদে দেবাসুরের যুদ্ধ নামে যে উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, তাহাতে সৎপ্রবৃত্তিকে সুর ও অসৎ প্রবৃত্তিকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে *। এই বেদান্ত মুণ্ডক উপনিষদের আখ্যান মিসরদেশ হইতে মুসা য়িহুদি ভাষায় লিখিয়া থাকিবেন যে, সয়তান ঈশ্বরের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া নরকস্থ হইয়াছিল †। এবং তাহারাই মনুষ্যকে কুপ্রবৃত্তিতে লওয়ায়। এটীও প্রথমে ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে, মনুষ্যের আত্মা অবিনাশী,

---

* Mental and Moral philosophy written in allegory.

† Satan মহামোহ Bealzebeb মদ Molack ক্রোধ Mammon লোভ Chimos কাম।

সদসৎ কর্ম্মানুসারে মনুষ্য স্বর্গলোকে বা নরকে গমন করে। মনুষ্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া পাপক্ষয়ান্তে মুক্তি লাভ করে। এবং গুরুতর পাপ করিলে নরকভোগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করত পাপ ক্ষয় করে, এই রূপ পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিয়া পরিশেষে পাপ মোচন পূর্ব্বক পরমাত্মায় লীন হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং আর্য্য ঋষিগণ, মনুষ্য আত্মা অবিনাশী জানিয়া তদীয় পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা মৃতব্যক্তির আত্মার সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধশান্তি বিধান করিয়াছেন। আচার্য্যগণ উৎসব উপলক্ষ করিয়া বৎসরের মধ্যে কোন কোন সময়ে সমস্ত লোককে উত্তম, মধ্যম, অধম, ত্রিবিধ ভাগে বিভাগ করিয়া উহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন। অনন্ত সর্ব্বমঙ্গলালয় নিরাকার পরব্রহ্ম অব্যক্ত জানিয়া, মূঢ় ও অজ্ঞান লোকদিগের সহজে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত, ও তাঁহার অনন্ত মহিমা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য রূপকচ্ছলে ঐ সমস্ত বর্ণনা করিতেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে অতি বৃহৎ বৃহৎ বস্তুও ক্ষুদ্রাকৃতিতে চক্ষুর গোচর হয়, যেমন বৃহদাকার পর্ব্বতসমূহ ক্ষুদ্রাকারে নয়নতারায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এবং যেমন প্রকৃতি মনুষ্যের দর্শন আয়ত্ত করিবার নিমিত্তই চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকে সুদূরে স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতিতে, অথচ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতেছে অথচ তাহাদিগের বৃহত্ত্বের কিছুই

হানি হইতেছে না, সেইরূপ আচার্য্যগণও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত পরমপিতাকে, যিনি পদার্থও নহেন, অপদার্থও নহেন, যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ ও সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম তাঁহাকে মনুষ্যের স্বল্পায়ত বুদ্ধির আয়ত্ত করিবার জন্য নানা প্রকার ক্ষুদ্ররূপ কল্পনা করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে কখন জগৎপিতা কখন বা জগন্মাতা বলা হয়, এই নিমিত্ত তাঁহাকে মানবাকৃতি হস্ত পাদাদিবিশিষ্ট করিয়া এমত কৌশলে রূপকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার অসীম মহত্ত্ব বিনষ্ট না হয়। রূপক বর্ণনায় তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ও অনন্ত মঙ্গলালয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্তকালের কিয়দংশ মনুষ্যেরা যুগ, বৎসর, মাস, দিবারাত্র, প্রহর, পল, ও অনুপল ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্র অংশ করিয়া বিভাগ করিয়াছে; এ সমস্ত কেবল কর্ম্মসম্পন্ন নির্ণয়কারক সময়, ফলতঃ সে সমস্তই এক অখণ্ড অক্ষয়কাল। এবং এই অক্ষয়কালের যিনি নিয়ন্তা অখণ্ড পরব্রহ্ম, কর্ম্ম সম্পাদন হেতু তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিভক্ত করা হইয়াছে। "ত্বমেবাক্ষয়ঃ কালঃ" কালের নিয়ন্তা বলিয়া তাঁহাকে মহাকাল নাম দেওয়া হইয়াছে। তিনি "শিবমদ্বৈতং" অদ্বিতীয় মঙ্গল অর্থাৎ সদাশিব, মহাদেব। সাধকদিগের মঙ্গল সাধনোদ্দেশে এককালে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, দর্শন করা আবশ্যক একারণে আর্য্যগণ তাঁহার ত্রিনয়ন কল্পনা করিয়াছেন।

ঐ সমস্ত নেত্র যেন সততই সিদ্ধিতে ঢুলু ঢুলু, যেহেতু তাঁহার কৃপা কটাক্ষ যাহার প্রতি পতিত হয় তাহার সমস্ত কামনাই সিদ্ধ হয়। তিনি যেন মাদক সেবনে এমনই উন্মত্ত যে কাহাকেও ছোট বড় বিবেচনা করেন না, বা উপেক্ষা করেন না, অর্থাৎ সকলেরই প্রতি তাঁহার সমদৃষ্টি। আর সততই হাস্যপূর্ণ আনন্দবদনে বিরাজ করিতেছেন, তাহাতে তিনি "আনন্দরূপ" এই জানাইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ অর্থাৎ তিনি সত্য স্বরূপ। এই জগৎ সংসারসাগরে দেবাসুরের অর্থাৎ উত্তমাধম প্রাণীগণের দুষ্কর্ম্মরূপ মন্থনে যে কঠোর পাপ হলাহল স্বরূপ উৎপন্ন হয়, যাহা স্পর্শে সমস্ত বিনষ্ট হয়, সেই সমস্ত কালকূট তিনি সাধকদিগের শান্তি করিবার নিমিত্ত অনায়াসে পান করিয়া কণ্ঠদেশে ধারণপূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন। কারণ তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।

—ক্রোধ হইলে গরল নির্গত করিয়া রুদ্রমূর্ত্তি ধারণে জগতের ধ্বংস সাধন করিতে পারেন। এই জন্য তাঁহার কণ্ঠদেশ কালকূট বরণে নীলকণ্ঠ হইয়াছে বর্ণনা করা হয়। তাঁহার গলদেশস্থ সর্পরূপ নাগপাশে ইহাই প্রতীয়মান হয়, যে তিনি পাপীদিগকে বন্ধন দশায় রাখিয়া অনবরত বিষদংশনে জ্বালাতন করিতে পারেন। মত বিশেষে তিনি কখন কখন চারিহস্ত বিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে এক হস্তস্থিত ত্রিশূল ধারণে, ত্রিভুবন সমভাবে

শাসন করিতেছেন, এক হস্তে শিঙ্গা ধারণ করিয়া সকলের প্রতি তাঁহারই জয়ধ্বনি জানাইতেছেন, এক হস্তে ডম্বুর ধারণে * তদীয় বাদ্যদ্বারা ভক্তদিগকে সঙ্কেতে সাবধান করিতেছেন, এবং জানাইতেছেন যে, আমি তোমাদিগের অতি নিকট, এই সময়ে সকলেই ধর্ম্মধন লইয়া আনন্দ ক্রয় করিতে প্রস্তুত হও। অপর হস্তে "ভব বম্ † ভব বম্" গাল-বাদ্য দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিতেছেন যে, এই সংসার আকাশের ন্যায় অলীক এবং তিনিই এক মাত্র সত্য। তিনি উলঙ্গ কিছুতেই আচ্ছাদিত নহেন অর্থাৎ তিনি স্বপ্রকাশ; এই সমস্ত রূপক বর্ণনার ফলিতার্থ;—"ওঁ সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" অর্থাৎ যিনি শিবভাবে সর্ব্বদেহে মঙ্গল বিধান করি-তেছেন তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, পরব্রহ্ম, তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। আর্য্য ঋষিগণ অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মায় সমাধান করিতেন। এইরূপে আত্মা সমাধান করিয়া জগৎপিতা শিবের নিকট প্রার্থনা করিতেন। যথা 'অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়,

* এতদ্দেশে ময়রারা ডুগ্‌ডুগি বাদ্যদ্বারা অজ্ঞান বালকদিগকে সন্দেস ক্রয় করিতে সঙ্কেত করে শিবহস্তস্থিত ডম্বুরেও ঐরূপ সঙ্কেত বোধ হয়। † ভব ব্যোম ভব ব্যোম।

আবিরাবীর্ম্ম-এধি রুদ্র * যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' অসৎ হইতে আমাকে সৎ স্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও, হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও, রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর †।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমাধ্যায়।

রায়। আপনি আদিকাল অবধি যে সমস্ত বিষয় ইতিহাসের সহিত ঐক্য রাখিয়া বর্ণনা করিলেন, সকলই সম্ভব বিবেচনা হইতেছে। এবং পরিশেষে পরমাত্মার মহিমা কীর্ত্তনে রূপকচ্ছলে যে শিবমূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহারও মর্ম্ম বিশেষ রূপে অনুভব করিলাম। কিন্তু কালী দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কিরূপে পরমাত্মার শক্তির সহিত ঐক্য হয় তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

সেন। শিব শব্দে যে অদ্বিতীয় মঙ্গল তাহার স্ত্রীলিঙ্গ

---

* রুদ্র—মহাদেবের অপর নাম। ৬৪ পৃঃ রুদ্র মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য

† অর্থাৎ আমি অতি পাপী, পাপ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর, তুমি রুদ্র রূপে পাপীর দণ্ড বিধান করিয়া থাক কিন্তু তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি দ্বারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর।

শিবা, অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গলা, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অনিমিষ ত্রিনেত্রে দৃষ্টি করিয়া প্রতিক্ষণ ত্রিভুবনের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, এ নিমিত্ত তিনি ত্রিনয়না, এবং সহাস্য-বদনা, পূর্ণানন্দস্বরূপা, অতুল-রূপলাবণ্যবতী, গৌরাঙ্গী, তাহাতে অনুক্ষণ প্রীতিজ্যোতিঃ বিকাশিত ; তিনি মহা-প্রবলশালী অনন্তসত্য জ্ঞানকে সিংহরূপে আপন পদতলে রাখিয়াছেন। ভক্তদিগের হৃদয়স্থিত ষড়্‌রিপুর মধ্যে যেটী ভীষণ মহিষরূপ প্রবলরিপু, তাহা তিনি বিনষ্ট করিয়া তন্মধ্য-স্থিত যে অসৎপ্রবৃত্তিরূপ পাপ অসুর তাহার দুর্জ্জয় বিকট-বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি ভক্তের দৃষ্টিপথে যখন আনয়ন করেন, তখন সিংহরূপ সত্যজ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করে ও তিনি স্বয়ং ঐ অসুরের স্কন্ধে বামপদ স্থাপন করিয়া ত্বদীয় বক্ষঃ বর্শা দ্বারা বিদ্ধ, নাগপাশে বন্ধন ও কেশাকর্ষণ দ্বারা পাপের উত্তেজনশক্তিদমন শিক্ষা দিতেছেন। এইরূপে তিনি তাঁহার সাধকদিগকে সতত এই উপদেশ দিতেছেন যে, তাহারা শম দম তিতিক্ষা দ্বারা পাপকে দমন করিবেক এবং ঐ দমন করিবার ক্ষমতা তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু 'ব্রহ্ম বলং হি কেবলং' ব্রহ্ম বল বিনা পাপকে দমন করা অসাধ্য। আর দশদিক্ হইতে মনুষ্যের যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে তাহাদিগকে সতত রক্ষা করিবার নিনিত্ত দশভুজারূপিণী হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছেন বলিয়া

তিনিই দুর্গতিনাশিনী, অথবা দুর্গনামে পাপ অসুরকে (যে দশ দিক্ হইতে মনুষ্যকে প্রলোভন দ্বারা অধোগতিতে লইয়া যায়) বিনষ্ট করেন বলিয়া দুর্গা নামে, উক্ত হইয়াছেন *। ইহার প্রসাদ বিঘ্নবিনাশক জ্ঞান, তৃপ্তি, বলসংযুক্ত সৌন্দর্য্য, ও উত্তমা বুদ্ধি, সাধকেরা প্রাপ্ত হয়েন। তাহা সঙ্কেতে দর্শাইবার নিমিত্ত দুর্গাপ্রতিমার দক্ষিণে জ্ঞানরূপ গণেশ ও তৃপ্তিরূপিণী লক্ষ্মী এবং বামে বলসংযুক্ত সৌন্দর্য্যসম কার্ত্তিকেয়ও বুদ্ধিমূর্ত্তি সরস্বতী শোভা পাইতেছেন। ইহাঁরা সর্ব্বমঙ্গলা দুর্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া সাধকদিগকে সতত ধর্ম্মপথে লইয়া যান। অর্থাৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তিমাত্রেই তত্ত্বজ্ঞানী হয়েন, এবং সাতিশয় কুশ্রী হইলেও ধর্ম্মজ্যোতিতে বিশেষ সৌন্দর্য্য লাভ করেন, আর ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি অপেক্ষাও তিনি তৃপ্তিলাভ করেন, এবং সুমতি প্রযুক্ত মধুরবচনে বিনয়ী হইয়া শ্রীমান্ ব্যক্তি অপেক্ষাও

---

* দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতি রোগে চাপ্যাশব্দোহন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥
অপি চ। দৈত্য নাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদ সম্মতঃ॥
রেফো রোগঘ্ন বচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয় শত্রুঘ্ন বচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

প্রিয়তম হয়েন। এই সর্ব্বমঙ্গলার উপাসকেরা অভয় প্রাপ্ত হইয়া মঙ্গল-পথের পথিক হন।

পরমাত্মা পরমেশ্বর যে " ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং " সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক, তাহা সাধকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত, তাঁহারভয়ঙ্কর রূপও কল্পনা করা হইয়াছে, যেহেতু ঈশ্বরকে ভয় না করিলে লোকের জ্ঞান আরম্ভ হয় না; এনিমিত্ত তাঁহাকে ঘোর অন্ধকার কালরূপিণী, লোলজিহ্বা বিকটবদনা, অট্টঅট্টহাসিনী, বিগলিতকেশপাশা, উলঙ্গিনী, শিশুশব কর্ণমূলা নরশিরোমালা পরিধারিণী রুধিরধারাবাহিণী শবরূঢ়া, খড়্গা ধারিণী, সর্ব্বভূতবিনাশিনী, রবে হুঙ্কারনাদিনী অর্থাৎ যেরূপ দর্শনে বা শ্রবণে সহসা ভয়ের সঞ্চার হয় এরূপ রূপবিশিষ্টা করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার তিনিই "গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্" প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন, জানাইবার জন্য তাঁহাকে সহাস্যবদনা, বরাভয়প্রদায়িনী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি শবহৃদয়ে অভয়চরণ প্রদানে শবকেও শিব করিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে,যে সাধক মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার অভয়পদধ্যানে হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনি মৃত্যুর পর মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়া অনন্তকাল তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়েন। তাঁহার এই কালীরূপ রূপক করিয়া কালী নাম দেওয়া হইয়াছে। কালীবর্ণা অর্থাৎ কাল কোন বর্ণই নহে,

সুতরাং তিনি বর্ণহীনা, এবং ত্রিনয়না ত্রিকালদর্শিনী, সর্ব্বজ্ঞা, এক বামহস্তে অসিধারণ করিয়া এই জানাইতেছেন যে, তিনি সর্ব্বশক্তিমতী ইচ্ছানুসারে সমস্তই বিনাশ করিতে পারেন। অসি খানি সময় বা কালরূপ হইয়া সকলকেই ছেদন করিতেছেন *। কালরূপ অসি দ্বারা সমস্তই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া পাছে সাধকেরা ভীত হয়, এই নিমিত্ত দক্ষিণ করদ্বয়স্থিত বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন। আর এক বাম করে শুম্ভের প্রধানসেনানী চণ্ডের শিরশ্ছেদ করিয়া ধারণ করিয়াছেন, এনিমিত্ত কালীর আর একটী নাম চণ্ডী। রায় মহাশয়! শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ বিবরণ শুনিয়া থাকিবেন বা চণ্ডীতে পড়িয়া থাকিবেন, এটী কেবল তত্ত্ববিষয়ক হিতোপদেশ, রূপক বর্ণনায় রচিত হইয়াছে। মনুষ্যদেহকে ক্ষুদ্র জগৎ † বিবেচনা করিয়া ঐ জগতের রাজা জীবাত্মাকে শুম্ভ, তাহার কনিষ্ঠ মন্ত্রিবর মনকে নিশুম্ভ এবং সৈন্যাধ্যক্ষ, সৈন্য সামন্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদিকে রক্তবীজ, ধূম্রলোচন, চণ্ড মুণ্ড ইত্যাদি নাম দিয়া বর্ণনা করা

* কেহ কেহ এই অসি খানি জ্ঞানকৃপাণরূপ বিবেচনা করেন, যাহাতে সমস্ত সংশয় ছেদন হয়।

† দেহেস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালিকাঃ॥
ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞিতে দেহে যথা দেশে ব্যবস্থিতঃ।
মেরুশৃঙ্গে সুধারশ্মী বহিরষ্টকালযুতঃ॥ শিবসংহিতা॥

হইয়াছে, ইহারা সকলেই অতি দুর্জ্জয় মহাবল পরাক্রান্ত। সমস্ত ভুবন পরাভব করিয়া মহারাজ শুম্ভকে সুখ সম্পদে রাখিয়াছিল। শুম্ভ শৈব ছিলেন অর্থাৎ আত্মমঙ্গল সাধনই তাঁহার স্বধর্ম্ম ছিল; শিবপূজার পুষ্পচয়নে সুগ্রীব (প্রবৃত্তি) নিযুক্ত ছিলেন। সুগ্রীব প্রতিদিন শৈলগিরিমস্তকোপরি যে রাজ উদ্যান ছিল, * তথা হইতে সুখসেব্য পুষ্প (বাসনা) চয়ন করিয়া রাজাকে উপহার দিতেন, তাহাতে শুম্ভ নিজ শিব পূজা করিতেন †।

সুগ্রীব এক দিবস প্রভাতে ঐ শৈলগিরিপুষ্পোদ্যানে আগমন করিয়া দেখিলেন যে, অতি মনোহর কুসুম সমস্ত প্রস্ফুটিত হইয়াছে ও গন্ধবহ সুমধুর সৌরভভরে মৃদু মৃদু বহিতেছে এবং সমস্ত কানন এক অপূর্ব্ব ভাতির সহিত হাসিতেছে। কিন্তু ঐ সকল অপরূপের কিছুই কারণ বুঝিতে না পারিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, কুসুমকাননের মধ্যস্থলে পদ্মাসনে ‡ উপবিষ্টা এক অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী স্থির-যৌবনা, সহাস্যবদনা, ষোড়শী রমণীশ্রেষ্ঠা § একটী পোষিত কেশরীর সহিত ¶ ক্রীড়া করিতেছেন। দেখিবা মাত্র সুগ্রীবের

---

* মস্তিষ্ক।

† নিত্য নিত্য নূতন বাসনা পূর্ণ করত জীব আত্মা নিজ মঙ্গল সাধন করেন।

‡ সহস্রারে। § পরমাত্মা। ¶ জ্ঞানরূপকেশরী।

রোমাঞ্চ হইল এবং তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্জলিপুটে সভয়ে মৃদু-স্বরে স্তব করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আপনার অতুল জ্যোতিঃ আমার চক্ষুঃ ধারণ করিতে অক্ষম, তব শ্রীচরণদর্শন করিতে আদেশ করুন। মাতঃ! এখানে আপনাকে একাকিনী দেখিতেছি, যদি অবিবাহিতা রমণী হয়েন তবে আমাদিগের মহারাজ শুম্ভকে আপনার সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসাইলে, তিনি কৃতার্থ বিবেচনা করিবেন। তাহাতে মৃদুহাসিনী কহিলেন, বৎস! যিনি স্বয়ং ন্যায়যুদ্ধে আমাকে বলের দ্বারা ভজিবেন * তাহাকে আমার দক্ষিণ কর † প্রদান করিব। তিনিই আমার দক্ষিণ সিংহাসনে উপবেশন করিবেন। তিনিই আমার আনন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। আমার এই প্রতিজ্ঞা তোমাদিগের রাজাকে অবগত কর। যদি তিনি আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা-করেন, আসুন, আমার নিকট অপরাজিত হইয়া আমাকে গ্রহণ করুন। সুগ্রীব এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া রাজসন্নিধানে তাহা অবিকল বর্ণনা করিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ! তিনি আপনার সম্পূর্ণযোগ্যা, তিনি সামান্যা স্ত্রী নহেন, তিনি অদ্বিতীয়া, তাঁহার সদৃশ রূপ আর কাহারও নাই, তিনি অতিশয় তেজস্বিনী এনিমিত্ত আমি তাঁহাকে আনিতে অক্ষম।

---

* যিনি কায়মনোবাক্য দ্বারা ভজনা করিবেন।

† দক্ষিণ করস্থিত বরাভয় প্রদান করিব।

হইয়াছি। ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা প্রথমে ধূম্রলোচনকে* সুগ্রীব সমভিব্যাহারে তথায় প্রেরণ করিলেন এবং কহিয়া দিলেন অবিলম্বে সেই অসামান্য-রূপলাবণ্যবতী পদ্মিনীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন কর। ধূম্রলোচন রামার নিকট যাইবামাত্র তাঁহার হুঙ্কার রব শ্রবণে নিপাতিত হইল। পরে চণ্ড মুণ্ড প্রভৃতি নিধন হইলে রক্তবীজ † তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার রক্ত মৃত্তিকায় পতিত হইবামাত্র সহস্র সহস্র রক্তবীজ হইল; তখন কামিনীও কামনায় বহুরূপিণী হইয়া তাহার বিন্দুমাত্র রক্তও মৃত্তিকায় পতিত না হয় এমত বদন ব্যাদন করিয়া তাহাকে ছেদন পূর্ব্বক সমস্ত রক্ত পান করিলেন। এইরূপে রক্তবীজ নিহত হইলে, এবং নিশুম্ভ, রণস্থলে নির্জীব হইয়া নিপাতিত হইলে, শুম্ভ স্বয়ং রণস্থলে আগমন করিয়া ‡ দেখিলেন ঐ অনন্ত-রূপিণী অনন্ত গুণে তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়াছেন। শুম্ভ কহিলেন, এই বুঝি তুমি একাকিণী ¶ রণ করিতেছ?

---

* ধূম্রলোচন—ক্রোধ, যাহার প্রভাবে লোচন হইতে ধূম্র নির্গত হয়।

† রক্তবীজ—কামনা, যাহার কণামাত্র পার্থিব বিষয়ে থাকিলে সহস্র সহস্র হইয়া উঠে।

‡ অর্থাৎ কামাদি রিপু সকল পরাভব হইলে তখন জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত যোগ করিতে সক্ষম হয়েন।

¶ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

এইরূপে বুঝি অন্যায় যুদ্ধে আমার সৈন্য সামন্ত বিনষ্ট করিয়াছ? রণবেশধারিণী কহিলেন আমি একাকিনী এবং একেরই সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকি, অসংখ্য রক্তবীজের সহিত আমিও অসংখ্য হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি * ফলতঃ তিনিও এক এবং আমিও এক। আমি কদাপি অন্যায় যুদ্ধ করি না। এই দেখ আমি এক, এই বলিবা মাত্র পূর্ব্বমত একাকিনী হইলেন এবং শুম্ভ তাঁহাকে একা দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে কামিনী শুম্ভের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক শূন্য মার্গে † লইয়া গেলেন, এবং সহস্র বৎসর যুদ্ধের পর শুম্ভ লয় প্রাপ্ত হইলেন। যুদ্ধাবসান অবধি কালীর বামকরে চণ্ডের মুণ্ড ঝুলিতেছে।

রায়। জীবাত্মা শুম্ভরাজ স্বরূপ হইলেন, শুম্ভ সেনানী

---

* সকাম সাধকগণ নিজ নিজ কামনা অনুসারে তাহার ফল প্রাপ্ত হয়েন এবং জগন্মাতাও এজন্য তাহাদিগের কামনানুযায়ী উপাধি গ্রহণ করিয়া ফলপ্রদায়িণী হয়েন। যথা ধনং দেহি বিদ্যাং দেহি, পুত্রং দেহি অন্নং দেহি ইত্যাদি প্রদায়িণী লক্ষ্মী, সরস্বতী, ষষ্ঠী, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি আখ্যায় ব্যক্ত হয়েন। কামনা পূর্ণ হইলে তৎক্ষণাৎ সে কামনা বিনষ্ট হয়।

† অর্থাৎ যোগসাধন করিতে করিতে পার্থিববিষয়ক জ্ঞান শূন্য হয়।

চণ্ডের মুণ্ড কালী মূর্ত্তিতে ছেদন করিয়াছেন; ইহাতে কি বুঝাইতেছে?"

সেন। দেহের যেমন মুণ্ড, প্রধান অঙ্গ, এবং মুণ্ডচ্ছেদ করিলে দেহের পতন হয়, তদ্রূপ প্রধান সেনাপতি রণে পরাজিত হইয়া বিনষ্ট হইলে, রাজ্য নষ্ট হয়। রাজা পরাভূত হইয়া যদি রণজিৎ রাজার শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে রক্ষা করেন। যিনি সর্ব্বমঙ্গলাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত রিপুদিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন, যিনি আত্মায় আত্মা যোগ করিয়া তাঁহাকেই নিয়ত ধ্যান করেন, তাঁহারই আত্মা, পরমাত্মা পরমেশ্বর, অনন্তকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করেন এবং যে সকল আত্মা কামাদি রিপুর বশতাপন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ও দুরাত্মা হয়েন তাঁহারাও যদি সেই সমস্ত পাপ হইতে বিরত হইয়া এই সর্ব্বমঙ্গলা পরমাত্মা দেবীর প্রতি প্রীতি দ্বারা তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করেন এবং তাঁহার উপাসনাতে সতত নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত কর্ম্ম ও ক্ষুদ্র আত্মা অনন্ত কালের নিমিত্ত গ্রহণ করেন। এই নিমিত্ত তিনি কর্ম্ম সম্পাদক কর, কটিদেশে ও ক্ষুদ্র আত্মা স্বরূপ মুণ্ডমালা কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাকে আত্মা সমর্পণ করিলেই তিনি তাহা গ্রহণ করেন, এই জন্য তিনি জীবের পরম গতি, জীবের পরম সম্পৎ। তিনি জীব সকল প্রসব করেন, প্রসব করিয়া তাহাদিগকে জীবিত রাখেন এবং তাহারাও

তাঁহার পবিত্র আনন্দে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে প্রবেশ করে *। এই হেতু তিনি জগন্মাতা ও জগদ্ধাত্রী নামে উক্ত হইয়াছেন। রায় মহাশয়! জগদ্ধাত্রীরূপ দেখিয়াছেন ?

রায়। হাঁ দেখিয়াছি; তিনিও ত্রিনয়না, অর্থাৎ ত্রিকালজ্ঞা সর্ব্বজ্ঞা এবং সিংহোপরি আসীনা, ইহাতে তিনি সর্ব্বশক্তিমতী ও জ্ঞানের উপর ইহা বুঝিতেছি। কিন্তু সিংহ, হস্তীকে বিনষ্ট করিয়া তাহার উপর রহিয়াছে এবং জগদ্ধাত্রী দেবী চতুর্ব্বাহুদ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ইহার মর্ম্ম বিশেষ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি।

সেন। অহঙ্কার কাহারও প্রতি দৃক্ পাত করেন না। তিনি আপনা আপনিই অতিবড়, সুতরাং তাঁহার নেত্রদ্বার ক্ষুদ্র অথচ প্রকাণ্ড দেহ। মূর্খতার গুণ অহংকার। অতিমূর্খকে লোকে হস্তিমূর্খ কহে। হস্তীর চক্ষু অতিক্ষুদ্র কিন্তু শরীর অতি বৃহৎ, এখানে হস্তী অহংকারস্বরূপ বুঝাইতেছে। যেমত করীর অরি কেশরী সেইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলে মূর্খতার গুণ অহংকার বিনষ্ট হয়, তাহা জানাইবার নিমিত্ত অহঙ্কার-রূপ হস্তীকে জ্ঞান-বলস্বরূপ কেশরী বিনাশ করিয়া তাহার উপর উঠিয়াছে। জ্ঞান-

* এইরূপ প্রবেশ হওয়াকে লয় বা যোগ বলা যায়, কদাপি মিশ্রিত নহে। তিনি পূর্ণা।

সূর্য্যের উদয়ে হৃদয় স্থিত ভক্তিপদ্ম প্রকাশিত হয়। ঐ পদ্মমধু "রসো বৈ সঃ" রস স্বরূপ তৃপ্তি হেতু পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন *। ইহা সঙ্কেতে বুঝাইবার নিমিত্ত সিংহোপরি পদ্মাসনে জগদ্ধাত্রী দেবীর উপবেশন কল্পনা করা হইয়াছে। শঙ্খধ্বনি হিন্দু-দিগের মঙ্গলচিহ্ন এজন্য মঙ্গলপ্রদায়িনী জানাইবার নিমিত্ত তিনি একহস্তে শঙ্খ ধারণ করিয়াছেন। তিনি অক্ষয় কালের নিয়ন্ত্রী ইহা সঙ্কেতে বুঝাইবার নিমিত্ত একটী ঘূর্ণায়মান চক্র, ঘূর্ণায়মানকালের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার এক অঙ্গুলিতে রহিয়াছে। অপর এক হাতে শাসন দণ্ড গদা গ্রহণ করিয়াছেন, যে বজ্ররূপ গদার শাসনে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, মেঘ, মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার সাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, আর এক হস্তে একটী স্নিগ্ধ সৌরভ যুক্ত সুপ্রস্ফুটিত পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, ইহাতে সঙ্কেতে এই বুঝাইতেছেন যে অতি কদর্য্য অকর্ম্মণ্য পঙ্ক যাহা সতত জল-মগ্ন থাকিয়া পচিতেছে ও জলের সদ্গুণ নষ্ট করিতেছে তাহা হইতেও তাঁহার মহিমায় এই উৎকৃষ্ট পঙ্কজ উৎপাদন করিয়া তিনি ধারণ করিয়াছেন। অতএব হে দুর্বৃত্ত মানবপুত্র! যদিচ তোমাদিগের মন পাপ পঙ্কে পতিত হইয়া মলিন হইয়া থাকে,

* পুষ্পরসে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে যেরূপ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব অবলোকন করা যায় সেইরূপ ভক্তিরসে পরমাত্মার দর্শন লাভ করা যায়।

যদিচ রোগ শোক ও তাপে হৃদয় জর্জ্জরী ভূত হইয়া থাকে, যদিচ মানব-সমাজের অনিষ্ট সাধনে দুরাত্মা হইয়া থাকে, তথাচ হতাশয় হইও না, কুপ্রবৃত্তি সকল পরিত্যাগ কর, তাঁহার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হও, তাঁহার বিরহে ব্যাকুল হও, এবং অনুতাপিত চিত্তে নয়ন বারিতে পাপ পঙ্ক ধৌত কর, তাঁহারই প্রেমে হৃদয় পূর্ণ কর। দেখ কেমন চমৎকার তাঁহার মহিমা, এই হৃদয় স্থিত কুবৃত্তি রূপ পাপপঙ্ক, সদা প্রেম নীরে নিমগ্ন হওয়াতে তাহা হইতে পঙ্কজ স্বরূপ আত্মা উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, পবিত্রভাবে প্রস্ফুটিত হইবে, এবং আনন্দ সৌরভ ছুটিবে; তখন পরব্রহ্ম সনাতনী জগদ্ধাত্রী পদ্মরূপ আত্মা গ্রহণ করিবেন। দেখ, পার্থিব মাতা হইতে করুণাময়ী জগন্মাতা কত অনন্ত গুণে স্নেহ কারিণী তাঁহাকে নমস্কার করি ও তাঁহার শরণাপন্ন হই।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমাধ্যায়।

রায়। ভাল এ সমস্ত ত পৌত্তলিক ব্যাপার নহে, নির্গুণ পরব্রহ্ম, যাঁহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না তাঁহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে রূপকচ্ছলে সগুণ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা হইতে লাগিল?

সেন। প্রথমে লেখা সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে, জ্ঞানীব্যক্তিরা ধর্ম্ম উপদেশ দিবার নিমিত্ত মুখে মুখে শ্লোক রচনা করিয়া শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইতেন, পরে যখন জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা হইতে আরম্ভ হইল, তখন সঙ্কেত লেখার প্রয়োজন হইল, ০ শূন্য হইতে ৯ নয় পর্য্যন্ত অঙ্ক, এবং সূর্য্যাদি নবগ্রহ, রাশিচক্র, সাতাইশ নক্ষত্র, এগার করণ ও সাতাইশ যোগের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত হইল * এই প্রকারে পট লেখার সৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমশঃ অরূপও নির্গুণ পরব্রহ্মকে সর্ব্বগুণান্বিত জানিয়া তাঁহার সত্যগুণের নিদর্শন স্বরূপ রূপ সাধারণকে দর্শন কারাইবার নিমিত্ত চিত্র পুত্তলী লেখা হইতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার অসীম ভিন্ন ভিন্ন

---

* ইহাদিগের সাঙ্কেতিক প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাবধি পঞ্জিকা পৃষ্ঠে দৃষ্ট হয়।

গুণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করিতে অসংখ্য দেবদেবীর চিত্রপুত্তলী লিখিত হইয়াছে, এবং ইতিপূর্ব্বে তাহাকেই পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ জানাইবার নিমিত্ত পূর্ণ ঘট স্থাপনা করিয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করা হইত। চিত্রপট লেখা আরম্ভ হইলে তাঁহাকে ঘটে পটে পূজা করিতে আরম্ভ হইল। এবং ক্রমশঃ লোকে যখন মূর্ত্তি, বিগ্রহ বা পুত্তলি নির্ম্মাণ করিতে শিখিল, তখনও পূর্ণ ঘট স্থাপনার সহিত বিগ্রহ পূজার আরম্ভ হইল *। যেমন নিরাকার পরব্রহ্মের সন্তুষ্টির নিমিত্ত কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে উপহার স্বরূপ প্রদান করিতে হয়, সেই রূপ কাম ক্রোধাদির প্রতিনিধি স্বরূপ ছাগ মহিষাদির বলিপ্রদান হইতে লাগিল। প্রথমে দেব দেবীর পূজা সাত্বিক ভাবে হইত, ক্রমশঃ রাজসিক ও রাজসিক হইতে তামসিক হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তামসিক † পূজাই প্রায় দেখা যায়, এবং অনেকেই কহিয়া থাকেন, এক্ষণে বিধি পূর্ব্বক পূজা হয় না।

---

* দেবতা দিগের মূর্ত্তি বা সঙ্কেতানুসারে তাঁহাদিগের অর্চ্চনার নিমিত্ত তদুপযুক্ত পুষ্প ও উপহার দ্বারা পূজার বিধি হইয়াছে। যথা শিব করস্থ ত্রিশূল ও শিঙ্গার সাদৃশ্য বিল্বপত্র ও ধুস্তুর পুষ্প দ্বারা পূজা হয়।

† "এক মাত্র প্রতিমাদিতে ঈশ্বর পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন এইরূপে অযাস্তরিক অযৌক্তিক তুচ্ছজ্ঞান তামসিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে" মহাভারতে।

রায়। রূপক বর্ণনাই তবে তামসিক পূজার হেতু বলিতে হইবে। রূপক বর্ণনা না হইলে পরিশেষে পট বা প্রতিমা পূজা হইত না। এই তামসিক পূজা এখনকার অনর্থের মূল হইয়াছে।

সেন। সত্য বটে, আপনি এক্ষণে এরূপ বলিলেও বলিতে পারেন। কিন্তু যৎকালে তত্ত্বজ্ঞ আর্য্য মহাত্মারা রূপকচ্ছলে পরমাত্মাকে সগুণ বর্ণনা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের মহতী ভাবের তাৎপর্য্য অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের যত্নের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলে অবশ্যই তাঁহাদিগকে হিতকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য এই যে, বরঞ্চ অজ্ঞানী লোকদিগের পৌত্তলিক সম্প্রদায় হওয়া ভাল, তথাপি যেন কেহ অতি অপকৃষ্ট নাস্তিক না হয়। যদি বলেন মনুষ্যহৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মবৃত্তির সঞ্চার হইয়া থাকে; কোন না কোন প্রকারে সকলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কোন মতেই কেহ নাস্তিক হইতে পারেন না সত্য; কিন্তু ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক আর্য্যমহাশয়েরা পূর্ব্বেই জানিতেন যে, যে সকল ব্যক্তি কোন প্রকার পৌত্তলিক নহেন, অথচ সূক্ষ্ম জ্ঞানভাবে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত কঠিন। কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিয়াই নিরস্ত থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই অধিক পরিমাণে কদর্য্য কর্ম্মদ্বারা নাস্তিকত্ব প্রাপ্ত হন। ফলতঃ ঐ তত্ত্ববিদ্ মহাত্মারা, ইহা নিশ্চয়

জানিতেন যে স্থূল পদার্থ হইতে সূক্ষ্ম পদার্থ মনুষ্যের সহজে বোধগম্য হইয়া থাকে। যেরূপে পূর্ব্বতন জ্যোতিবিদ্ পণ্ডিতেরা স্বীয় শিষ্যদিগকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করাইবার নিমিত্ত প্রথমে তন্নিকটস্থ স্থূল, ক্রমশঃ তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিশেষে অতি সূক্ষ অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করাইতেন। সেইরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাশয়েরা অজ্ঞব্যক্তিদিগকে ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পদার্থ দর্শন করাইয়া থাকেন। কাল সহকারে দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে এক্ষণে যেমন পূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করিবার আবশ্যক হইতেছে না, তদ্রূপ শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা হওয়ায়, জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে আর স্থূল উপায় তত আবশ্যক হইতেছে না।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

রায়। মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন বোধ হয় পূর্ব্বতন পুরাণবেত্তারা ও তন্ত্রকার পণ্ডিতেরা, তাঁহাদিগের শিষ্যেরা যেরূপ পাত্র ও তাহাদিগের যেরূপ অবস্থা, তাহা অবলোকন করিয়া তাহাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত পৌত্তলিক ব্যবস্থা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু যে পরিমাণে ক্রমশঃ গুরু পুরোহিতদিগের

প্রভুত্ব, পীড়ন, লোভ, প্রবঞ্চনা, অজ্ঞানতা বৃদ্ধি হইতেছে, তৎ পরিমাণে শিষ্যদিগেরও অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদিগের মনে মিথ্যা ও তামসিক ভাবের উদয় হইতেছে। সুতরাং পরস্পরের প্রীতি ও একতার হ্রাস হওয়ায়, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থাকে আনয়ন করিয়াছে। মঙ্গল উদ্দেশে পুরাকালে যে পৌত্তলিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা এক্ষণে ভ্রান্তি মূলক বলিয়া লোকে বিবেচনা করিতেছে। সে যাহা হউক ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে রূপক ছলে বর্ণনা করা ও প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা যে মন্দ উদ্দেশ্য নহে, তাহা বুঝিলাম; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কি জন্য পরব্রহ্ম নারায়ণ বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পূজা ও অর্চ্চনা করা হয়? তাঁহার লীলা শ্রবণ বা পাঠ করিলে কে না মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবে যে, তিনি লম্পটের শিরোমণি ছিলেন? এক বস্ত্র হরণ বিষয়টি বর্ণনা করিতে হইলে লজ্জাহীন হইতে হয়। বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রতচারিণী কুলকামিনী গোপীগণ একদা যমুনা নদী তীরে উপনীত হইয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় স্ব স্ব বসন তথায় স্থাপন করিয়া প্রফুল্ল হৃদয়ে যদৃচ্ছাক্রমে সলিলে অবতীর্ণ হইয়া নানা প্রকারে জলক্রীড়া করিতেছিল। ইত্যবসরে লম্পটবর বৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপনীত হইয়া তাহাদিগের বস্ত্র সমস্ত হরণ (চুরী) করিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে সন্নিকটবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষশিখরে আরোহণ করি-

লেন ; এবং তথা হইতে উচ্চৈঃ স্বরে হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে নিতম্বিনীগণ! তোমরা মৃণালরূপ কোমলাঙ্গ কণ্ঠ পর্য্যন্ত মগ্ন করিয়া মুখপদ্ম জলে ভাসাইয় আর কতকাল শীতে কম্পান্বিতা হইয়া থাকিবে? লজ্জা কি, আমি সত্য বলিতেছি, তোমরা সলিল হইতে উত্তরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব বসন গ্রহণ কর।" গোপাললনাগণ তাঁহাকে ভয় মিত্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বারম্বার বিনয় করিয়াও যখন বস্ত্রপ্রাপ্ত হইলেন না এবং শীতে একান্ত অভিভূতা হইয়া আর অধিক কাল শীতলজলে নিমগ্ন থাকিতে অসমর্থ হইলেন, তখন স্ব স্ব করতল দ্বারা বক্ষঃস্থল ও লজ্জাস্থান আচ্ছাদন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ জলাশয় হইতে বিনির্গত হইলেন। তাহাতেও নির্লজ্জ নটবর প্রবঞ্চনা বাক্যে কহিলেন; "হে সুচারু পয়োধরে! তোমরা ব্রতস্থ, অতএব বিবস্ত্রা হইয়া জলে অবগাহন করিয়াছ তাহাতে দেব হেলন জন্য অপরাধিনী হইয়াছ। সেই অপরাধের শান্তির নিমিত্ত তোমরা স্ব স্ব মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক অধোভাগে প্রণাম কর। পরে বসন গ্রহণ ও পরিধান করিও। অন্যথা তোমাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। অবলা সরলচিত্ত গোপীগণ তাঁহার প্রতারণা বুঝিতে না পারিয়া, এবং বিবস্ত্রা হইয়া অধিক কাল না থাকিতে পারিয়া, উপায়ান্তর বিহীনে অগত্যা লজ্জাহীনা হইয়া স্ব স্ব মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া অধোভাগে প্রণাম করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বস্ত্র প্রদান করিয়া

কহিলেন, “অয়ি সাধ্বীগণ! তোমাদিগের ত লজ্জা আর আমার নিকট কিছুমাত্র থাকিল না। অতএব সকলে আমায় ভজ। সত্য কহিতেছি, আগামিনী যামিনীতে আমি তোমাদিগের সহিত বিহার করিব।” এই ত শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র। তাঁহাকে লম্পট শিরোমণি ব্যতীত আর কি বলিবেন?

সেন। ভাগবত ভক্ত মহাকবি বেদব্যাস, বেদের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বস্ত্রহরণ, ও রাসলীলা প্রভৃতি বর্ণনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমসাগর জানিয়া মধুর ভাব, প্রেম ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কহিয়াছেন। “বৃন্দাবনম্ * পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি” বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া এক পাদ গমন করি না। সুতরাং বস্ত্র হরণ ও রাসলীলা অদ্যাপি ঘটিতেছে। যেহেতু ভগবান্ নিত্য, এবং তাঁহার কর্ম্মও নিত্য। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ শ্রেষ্ঠ, এবং শ্রীরাধাপরমা প্রকৃতি †। এই পুরুষ প্রকৃতির

---

* আনন্দধাম।

† গণেশ জননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী। সাবিত্রী চ সৃষ্টি বিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চমা স্মৃতা॥ এবং সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন প্রকৃতি যথা। “সত্ত্বং রজ স্তম শ্চৈব গুণত্রয় মুদা হৃতম্। সাম্যাবস্থিতি রেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা কেচিৎ প্রধান মিত্যাহু রব্যক্ত মপরে জগুঃ। এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ॥” সত্ত্বগুণে বিষ্ণু, রজোগুণে ব্রহ্মা, এবং তমোগুণে মহেশ্বর॥ “তাসাং উৎপত্তিঃ স্বরূপশ্চ যথা—যোগেনাত্মা সৃষ্টি বিধৌ দ্বিধা রূপো বভূব

মিলনে সৃষ্টি, প্রণয়ে স্থিতি, ও বিরহে প্রলয় হইয়া থাকে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের লীলা খেলা বলিয়া মহা ঋষি বেদব্যাস

সঃ। পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গাৎ বামাঙ্গাৎ প্রকৃতিঃ স্মৃতা।" ইহারা অষ্টরূপ বিশিষ্ট "প্রকৃতি ও পুরুষ" দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পরা প্রকৃতির রূপ। যদি চ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন জন্য তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পিত হইয়াছে, তথাচ ইঁহারা অভেদ ও এক আত্মা। যথা। 'সা চ ব্রহ্ম স্বরূপা চ যা চ নিত্যা সনাতনী। যথাত্মা চ যথাশক্তি র্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা॥ অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে। সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্! শশ্বৎ পশ্যতি নারদ!॥"

আবার এই অষ্ট পরা প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ তেজ বা মায়া হইতে অষ্ট প্রকার অপরা প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ সাবিত্র হইতে শব্দ তন্মাত্র, সরস্বতী হইতে স্পর্শ তন্মাত্র, লক্ষ্মী হইতে রূপ তন্মাত্র, রাধা হইতে রস তন্মাত্র ও দুর্গা হইতে গন্ধ তন্মাত্র। এই পঞ্চ তন্মাত্র। এবং ব্রহ্মা হইতে মন, বিষ্ণু হইতে বুদ্ধি ও মহেশ্বর হইতে অহঙ্কার। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধি রেব চ অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা"॥ এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে ইহারাই আবার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। "মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধি রব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরা"॥ পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন, এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়।

কবিতায় রচনা করিয়াছেন। আর্য্য মহাশয়েরা ভগবান নারায়ণের (শ্রীকৃষ্ণের) আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক, দ্বিধা-রূপে ধ্যান করিতেন। যথা "নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারিণম্।" যেহেতু তিনি নিরাকার, নির্গুণ, অর্ত্ত্যূর্জ্জিত জ্ঞান স্বরূপ হইলেও এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত

ইহারা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত সকল পদার্থের চৈতন কারী আত্মা পুরুষ পঞ্চবিংশতিতম। "যথা প্রকৃতেঃ পর এবান্যং স নরঃ পঞ্চবিংশকং॥ সেই পরা প্রকৃতি চেতন শক্তির সহিত অপরা প্রকৃতির মিলনে এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিরাট্ দেহ এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং তাঁহার জীবাত্মা শ্রীরাধা।" আর্য্যমহাশয়েরা দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলেন। যে সকল শক্তি বা পদার্থের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সেই-রূপ শক্তি বা কৌশলে শরীরের কার্য্যও নির্ব্বাহ হয়। প্রাচীন গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সর্ব্বে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ।" অতএব আমাদিগের দেহ সেই চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব বা প্রকৃতি আশ্রয়ে নির্ম্মিত, এবং ইহার জীব ও আত্মা শ্রীরাধা কৃষ্ণ। সুতরাং এই অসংখ্য জীবের বা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের প্রকৃতিই গোপিকা বা রক্ষিত্রী। গোপী শব্দে প্রকৃতিঃ। যথা গোপায়তি সকল মিদং গোপায়তি পরং পুংমাংসং গোপী প্রকৃতি-রিতি॥ গোপীশব্দে রক্ষিকা সেই পঞ্চবিংশতি প্রকৃতি বা গোপীর কল্পিত নাম। যথা—শ্রীরাধা ১। চন্দ্রবিলী ২। বিশাখা ৩। ললিতা ৪। শ্যামা ৫। পদ্মা ৬। শৈব্যা ৭। ভদ্রিকা ৮। তারা ৯।

স্বেচ্ছা ক্রমেই * স্বীয় মায়া শক্তিকে অবলম্বন করিয়া সত্ত্বাদি গুণ বিশিষ্ট সাকার দেহ ধারী হইয়াছেন। অথচ তিনি স্বভাবতঃ যে নিরাকার, নির্গুণ, ও জ্ঞানগম্য তাহাই আছেন। এই বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে, যমুনারূপ কারণ বারিতে সমস্ত গোপী (প্রকৃতি) জল কেলী করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদের আবৃত কারী বস্ত্ররূপ অন্ধকার হরণ করিলেন এবং মোহনীয় মধুর স্বরে নিকটে আসিতে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা তখন কারণবারি হইতে উত্তরণ পূর্ব্বক নগ্ন অবস্থায় † এই হরিপ্রিয় কদম্ববৃক্ষ রূপ বিশ্বসৃষ্টির মূলাধারে ‡ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার আদেশে তাঁহারা সকলে স্ব স্ব মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অধোভাগে তাঁহাকে প্রণাম

বিচিত্রা ১০। গোপালী ১১। ধনিষ্টা ১২। পালিকা ১৩। খঞ্জ-নাক্ষী ১৪। মনোরমা ১৫। মঙ্গলা ১৬। বিমলা ১৭। লীলা ১৮। কৃষ্ণা ১৯। শারী ২০। বিশারদা ২১। তারাবলী ২২। চকো-রাক্ষী ২৩। শঙ্করী ২৪। কুঙ্কুমাদয়ঃ ২৫। ইহারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়া সখি। ইহাদিগেরই বস্ত্র হরণ ও ইহাদিগেরই সহিত রাস লীলা নিত্য করিতেছেন।

* সোকাময়তঃ পুরুষঃ সৃজতে চ প্রজাঃস্বয়ম্।

† প্রকাশমানা হইয়া।

‡ ব্রহ্মাণ্ড সংজ্ঞিত এই দেহ, ইহার মূলাধার, ইহাতে পিঙ্গলা নাড়ী যমুনা রূপিণী নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহার তটস্থিত কদম্ব

করিলেন *। তাঁহারা তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে † আবদ্ধা ও বশীভূতা হইয়া, তাঁহাকে স্পর্শকামনায় তথা হইতে এক পদও গমন করিতে পারিলেন না। তাহা তিনি জানিতে পারিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, "অয়ি প্রিয় সখীগণ! আমি, কেমন তোমাদিগের বস্ত্রহরণ করিয়া লজ্জা বিবর্জ্জিতা (প্রকাশমানা) করিয়াছি। এবং কেমন তোমাদিগকে খেলনা তুল্য ‡ করিয়াছি। যাহা হউক, আমার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি যোগ বশতঃ তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে তোমাদিগের স্ব স্ব বসন (আবরণ শক্তি) গ্রহণ পূর্ব্বক পরিধান করিয়া ব্রজে § গমন কর। আমিও তোমাদিগের

সদৃশ মেরুদণ্ড, মস্তক ইহার কদম্ব ফুল। উহার শিখরে (সহস্রারে) পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন সেই মূলাধারে গোপী পরমা প্রকৃতি বিদ্যুল্লতিকারা শ্রীরাধা কুণ্ডলিনারূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই শিবে কুণ্ডলিনী শক্তিতে মনঃ সংযোগী যোগিরা শ্রীকৃষ্ণ রূপ পরমাত্মা দর্শন করিয়া, তাঁহার পদাশ্রয় প্রাপ্ত হন।

* গোলাকৃতি হইয়া। † প্রেম আকর্ষণ শক্তিতে।

‡ ভাঁটা বা লাটীম তুল্য গ্রহগণ।

§ ব্রজ শব্দে সমূহ, অখিল। এই অপারিমের অখিল বিশ্বধাম—ব্রজধাম, তাহাতে "গমন কর"। ভগবানের এই ইচ্ছায় তাহারা গমনশীল হইয়া ব্রজে গমন করিল। পূর্ব্বে পরা প্রকৃতি সমুদয় ভগবানের মোহিনী আকর্ষণ ইচ্ছা-শক্তিতে কারণ বারি হইতে প্রকাশমানা হইয়া তাহারাও নিজ নিজ গুণ-শক্তি প্রকাশ করিয়া ভগবানকে

প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমাদিগের অভিলাষ সিদ্ধ করিব। তোমরা, আমার সহিত মিলিত হইয়া অতি শীঘ্র ক্রীড়া করিতে পাইবে* কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" এই ত আদি-

---

প্রতীঘাত রূপ আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই গুণ শক্তি হইতে অপরা* প্রকৃতি উৎপন্ন হইল। অপরা প্রকৃতি জড়, জড়তা জন্য নিশ্চল, এক পদ মাত্র তথা হইতে গমন করিতে পারিল না। যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিবার কামনায় উৎসুক নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তখন "ব্রজে গমন কর" এই ইচ্ছায় তাহারা গমন শক্তি প্রাপ্ত হইল। (সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরে গমন করা শক্তিকে কেন্দ্র-বিমুখ-বল (Centrifugal force) কহে।) আবার "ব্রজ" শব্দে গমনও বুঝায়। এই বিশ্ব মণ্ডলে গ্রহ, নক্ষত্র অবিরত ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া তাহারা ব্রজাঙ্গনা বা ব্রজবালা; এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেশ্বর জানিবেন॥

* অর্থাৎ শীঘ্র প্রজাসৃষ্টি করিব। "প্রকৃতি চেতন শক্তির সহিত মিলিত হইলে অহম্ভাব বিশিষ্ট জীব জন্মে। সেই জীব আত্মা সত্ত্বা প্রভাবে ক্রীড়া করিতে থাকে অর্থাৎ ক্রিয়াশীল হয়। ইহাতে আর্য্যদিগের এই মত প্রকাশ পাইতেছে যে, ভগবান পৃথিব্যাদি গ্রহগণ সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে জীব (প্রজা) সৃষ্টি করেন নাই। কিছুকাল গ্রহ নক্ষত্র, এই জগতে ভ্রমণ করিয়া যখন বাসোপযোগী হইল, তখন প্রজা সৃষ্টি করেন। প্রথমে তাহাদিগকে আকর্ষণ ও ভ্রমণ শক্তি প্রদান করিয়া তিনি (ভগবান) অন্তর্ধান হইলেন। তখন তাহারা ব্রজে (অখিলে) যেন তাঁহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলানুকরণে

ভৌতিক বস্ত্রহরণ। অপিচ আধ্যাত্মিক। যথা জীবাত্মা দেহ রক্ষা করিতেছেন ; তজ্জন্য জীবাত্মা গোপী (রক্ষিকা)

নানা আকৃতি ধারণ করিল। (রাসলীলারম্ভে দেখিতে পাইবেন) ভগবান, তাহাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ বা রাস করিবার নিমিত্ত সূর্য্যরূপ প্রকাশ করিয়া সকলের মধ্যস্থিত হইলেন। সেই বিষ্ণু " নিত্যানন্দং নিরানন্দং সূর্য্যমণ্ডল মধ্যগং " হইয়া সকল গ্রহ নক্ষত্র, তারা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ধনিষ্ঠা, ভদ্রা, তারাবলী, বিচিত্রা, মঙ্গলা, প্রভৃতি ষোড়শত গোপিনীকে রাস—বল্‌গা বা রশ্মি দ্বারা আকর্ষণ করাতে সকলে তাঁহার (সূর্য্য মণ্ডলের) চতুর্দ্দিকে স্ব স্ব প্রকৃত্যানুসারে যথাযোগ্য দূরে স্থিতি করিয়া পারস্পরিক আকর্ষণরূপ কর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করতঃ নিত্য নৃত্য করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। (যে শক্তি দ্বারা গ্রহগণ সূর্য্যাভিমুখে গমন করে তাহাকে কেন্দ্রাভিমুখবল (Centripetal force) কহে।) কেহ বা ধূমকেতু রূপে অধিক দূরে ভ্রমণ করিয়া যেন কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের (সূর্য্যের) নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার গলদেশ ধারণ করতঃ মুখ তাম্বুলরসে রঞ্জিত হইয়া পুনরায় রাস চক্রে গমন করিয়া থাকে। এই রাস ক্রীড়ায় প্রত্যেক গোপীর সহিত এক একটি শ্রীকৃষ্ণরূপে বিহার করিতে লাগিলেন। (যেরূপ পৃথিবী দেখিতেছেন যে, সূর্য্য তাহাকেই অহরহ উত্তাপ প্রদান করিতেছেন ; সেইরূপ মঙ্গলাগ্রহ জানিতেছেন যে, সূর্য্য তাহাকেই সদা ভোগ করিতেছেন ; এবং চন্দ্রা ও তারাবলী প্রভৃতি, অন্যান্য সকলে যেন পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্যোপভোগ করিতেছেন। যেহেতু দূরতানুসারে কাহারও প্রতি ছোট, কাহার পক্ষে বড় হইয়া,

শব্দের বাচ্য হইলেন। এবং ধর্ম্মজ্ঞান, তাঁহার সুশোভন পরিচ্ছদ। এই ধর্ম্ম ভাব ছাড়িয়া যখন আমরা কেবল বিষয় সুখসাধনার্থে সংসারে নিমগ্ন হই, অর্থাৎ যখন ভগবানকে ভুলিয়া, এই ভব নদী যমুনার পাপরূপ কালজলে সুখে কেলী করি, তখন আমাদের ধর্ম্মভাব, ভগবান গ্রহণ করেন। এবং এই বিশ্ব কদম্বশাখায় বদ্ধ থাকিয়া উড্ডীয়মান হইতে থাকে। যে কদম্ববৃক্ষে তারকাদি নক্ষত্রগণ প্রস্ফুটিত কদম্বরূপে অতি মনোহর শোভা প্রদান করিতেছে; সেই হরিপ্রিয় কদম্ববৃক্ষাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, তাহার

কাহাকে প্রখর কিরণ, কাহাকে মৃদুতেজ প্রদান করিতেছেন—(যথা বিবিধ প্রকার মুকুরে বিবিধ প্রকার সূর্য্য এক একটী করিয়া দর্শন হয়।) এইরূপ শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গনে গোপীগণ আনন্দে জীবন প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির মিলনে জীব উৎপন্ন হইয়া আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল—যখন রাসলীলা সাঙ্গ হয় তখন শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ জলে অবগাহন করিয়া জলকেলী করিতে থাকেন। এইরূপ বস্ত্র হরণ—সৃষ্টি প্রকরণ, রাসলীলা—স্থিতি, ও জলে অবগাহন (কারণ বারিতে লয়)—প্রলয় জানিবেন। এই সকল ভৌতিক লীলা ভক্তদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অবতারে কপটদেহে লীলা করিয়াছেন ও তাহাই শ্রীরাধা-রসে পূর্ণ রাসলীলার অন্তে শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, সমস্ত গোপীগণের সহিত সঙ্গম করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের রেতপাত হয় নাই। ইহাতে মহাত্মা বেদব্যাস স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেছেন। যে পরমাত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) সকল ভূতের অন্তরে থাকিয়াও নির্লিপ্তভাবে আছেন।

শিখরে বিরাজ করিতেছেন। পৃথিবী যেন তাঁহার কদম্ব-তলা, ব্রতাচারিণী গোপীগণ আমাদের জীবাত্মা। আমরা মঙ্গলাভিলাষী সদা মঙ্গলারাধনা করি ; কিন্তু পরমাত্মা পরম মঙ্গল ভুলিয়া সংসার সুখে নিমগ্ন হই। এবং কথঞ্চিৎ সুখের জন্য ধর্ম্মভাব পরিত্যাগ করি। কিন্তু ভগবান, আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সহাস্য বদনে বলিতে থাকেন। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। সংসার মোহ পাপসলিল হইতে উত্থান পূর্ব্বক ধর্ম্ম জ্ঞান বসনে শোভিত হও, নচেৎ ধর্ম্মজ্ঞান হইবে না ; ইহা জানিয়া শুনিয়াও আমরা বিষয় বাসনা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারি না। সাংসারিক বিষয়ে উন্মত্ত থাকিয়া ধর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি ; কিন্তু যখন শোকে, তাপে, দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া আর পাপ-রূপ শীতল জলে অধিক কাল থাকিতে ইচ্ছা করি না, তখন কথঞ্চিৎ সেই জলাশয় ত্যাগ করিয়া হৃদয়ে, বিষয়বাসনা গোপন রাখিয়া, ভগবানের প্রার্থনা করি। কিন্তু তাহাতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হই না। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা যে, আমরা হৃদয় কবাট উদ্ঘাটন করিয়া অকৃত্রিম প্রেমের সহিত বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক কায়মন সংযোগে তাঁহার আরাধনা করি। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণারবিন্দে ধন মন প্রাণ অর্পণ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়স্বামী করিতে পারিলেই তাঁহার করুণায় পরমানন্দ প্রাপ্ত হই। ইহাই বস্ত্রহরণের মর্ম্ম জানিবেন।

আর শ্রীকৃষ্ণকে যে, লম্পট শিরোমণি বলিয়া কথিত আছে তাহাও যথার্থ। যেহেতু লম্পটের বিশুদ্ধলক্ষণ সকল তাঁহাতেই বর্ত্তায়। তিনিই লম্পট, যাঁহাকে, কামিনীগণ একবার মাত্র কটাক্ষ করিলে প্রেমরসে মুগ্ধ হইয়া, হৃদয় স্বামী না করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারে না। যাঁহার অতুল-রূপ রাশি, * আনন্দবর্দ্ধনকারী মৃদু মধুর হাসি † এবং নয়ন ‡ ভঙ্গিমা, সকলকে সমভাবে প্রেমবিতরণে মোহিত করে। তাঁহার সহিত আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত কি অট্টালিকায়, কি বনে, কি নির্জনে, কি মাঠে, কি ঘাটে, কি মঠে, কি শয্যায়, কি পথে, কোন সুস্থান বা কুস্থান নিরূপিত নাই। যাঁহার কুৎসিততা বা শ্রী উভয়ই সমান আদরণীয়। আবাল বৃদ্ধা সকলেতে তিনি গমন করেন। সুরসিকাই হউক বা অরসিকাই হউক সকলেই তাঁহার প্রেম ভাজনিয়া। সম্পর্কীয়া বা অসম্পর্কীয়া তাহার কোন বিচার নাই। তাহার কাছে সুসজ্জিভূতা যেরূপ মলিন বেশধারিণীও সেইরূপ। তাঁহার বিধবা কি সধবা জ্ঞান নাই; শুচি বা অশুচি, সৎ-জাতি বা অধমজাতি কিছুমাত্র ভেদ নাই। যে কেহ তাঁহার সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা করে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত প্রেমাবদ্ধ হন। আবার তাহাতে সময় বা অসময় জন্য কিছু মাত্র বাধা নাই। প্রাতঃ, সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন কাল, সায়ং, সন্ধ্যা রাত্র, নিসিদ্ধ বা প্রসিদ্ধ;

* অতুল জ্যোতিঃ। † প্রসন্নতা। ‡ কৃপাবলোকন।

বার, তিথি, নক্ষত্রে, বা কোন কালাকালে, তাঁহাকে ভজিতে, সেবা করিতে বা পতি করিতে তিনি অসম্মত নহেন। এজন্য লম্পটের বিশুদ্ধ লক্ষণসকল শ্রীকৃষ্ণকেই বর্ত্তায়। তিনি লম্পট শিরোমণি না হইলে প্রাণীদিগের মুক্তির উপায়ান্তর থাকিত না

রায়। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে বা শ্রবণে এরূপ মর্ম্ম ত বুঝিতে পারি না। এসমস্ত ভাব স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকিলে সর্ব্ব সাধারণে বুঝিতে সক্ষম হইত। এমন গোপন করিয়া লিখিবার তাৎপর্য্য কি ?

সেন। প্রাচীন আর্য্য মহোদয়গণ স্বভাবের নিয়ম দর্শন করিয়া তাহার অনুকরণ করিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে উৎকৃষ্ট পদার্থ সদাই গোপনীয় ; গুপ্তবিষয় প্রাপ্ত হইবার জন্য সকলেই যত্নশীল হয়েন। যত্নলভ্য বস্তু রত্ন বলিয়া গ্রাহ্য হয়। বিবেচনা করুন ভূগর্ভস্থ রত্নকাঞ্চন ও রত্নাকর গর্ভস্থিত মুকুতা প্রবাল প্রভৃতি, যদি পথের ধূলি ও কাঙ্ক-রের ন্যায় ছাড়াছাড়ি থাকিত, তাহা হইলে কি লোকের নিকট মহামূল্য বলিয়া আদরণীয় হইত। মহাজ্ঞানী কবিবর বেদব্যাস পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। পরমার্থ পদার্থ যে অতি গোপনীয় ও যত্নসাধ্য ধন, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। অথচ দয়াদ্রচিত্ত ও উদার স্বভাব বশতঃ আপামর লোক সমূহের নিকট হরিগুণ প্রচার করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণকে কোথাও বা পরব্রহ্ম কোথাও বা অবতার, কোথাও বা

নন্দলাল, (আনন্দ হইতে উৎপন্ন ;) কোথাও বা গোপাল (জগৎপালক) কোথাও বা ব্রজেশ্বর (অখিল ব্রহ্মাণ্ডনাথ) কোথাও বা কংশারি (রিপুদমনকারি) কোথাও বা পাণ্ডব সখা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন * কোথাও বা রস সাগরে † নিমগ্ন করিয়া গোপন করিয়াছেন। সাগর তটে কোথাও বা

* মহাভারতেও দ্ব্যর্থ ভাবে লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইতিহাস বৃত্তান্ত রচনা, দ্বিতীয়তঃ আধ্যাত্মিক ভাব বর্ণনা। মনুষ্য স্বভাবসিদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণের হৃদয়ে, প্রথমে অজ্ঞানতা জন্মায় তৎপরে ধর্ম্মভাব, অবশেষে জ্ঞানোদয় হয়। অজ্ঞানতা জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, যিনি মোহবশত পার্থিবসুখ (রাজত্ব) পরিত্যাগ না করিয়া ধৃত হইয়াছিলেন। তাহার পরিবার দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি একশত পুত্র ও দুঃশীলা নাম্নী এক কন্যা।—অহঙ্কার প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত অধর্ম্ম প্রবৃত্তি। ধর্ম্মভয়ের লক্ষণ পাণ্ডু ; তাহার পরিবার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পঞ্চপাণ্ডব,—যুধিষ্ঠির,—সত্যব্রত (যুদ্ধে বা বিপদকালে যিনি স্থির) ভীম,—ধর্ম্মবল (অধর্ম্মের নিকট ভয়ানক) অর্জ্জুন,—ধর্ম্মজ্ঞান, নকুল ও সহদেব,—বিনয় ও শীলতা. তাহাদিগের প্রণয়িনী দ্রৌপদী,—ভগবৎ প্রেম, মহাযোগী দ্রুপদ হইতে উৎপাদিতা, বিদুর—আত্মতত্ত্বজ্ঞান, তিনি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পক্ষীয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সখা, ঈশ্বরে প্রেম করিলে, অধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিনষ্ট হয় এক মনের পরিবার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও অধর্ম্মপ্রবৃত্তি, এজন্য অর্জ্জুন জ্ঞাতি বধে ইচ্ছুক ছিলেন না। ধর্ম্মাধর্ম্ম যুদ্ধে ধর্ম্মেরই জয় অর্থাৎ " যথা ধর্ম্ম তথা জয় যেষাং প্রতি জনার্দ্দন ॥"

† বীর, শৃঙ্গার, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, বীভৎস, শান্ত প্রভৃতি রস।

দুই এক কড়া কড়ি পাওয়া যায়। তাহার জলের উপরে ফনা খড়কুটা ভাসে, কিন্তু স্থানে স্থানে ডুবুরি হইয়া মুকুতা প্রবাল পাইতে হয়। ইহা আর্য্যদিগের অবিদিত ছিল না। আমরা যদি তাহা না করি তবে আর্য্যদিগের দোষ কি?

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

রাঙ্গা। ইহাতে বিবেচনা করিতেছি যে, ভগবানের অলৌকিক ক্রিয়া, লোকসমাজে প্রত্যক্ষ দর্শন করাইবার জন্য, ভক্তদিগের প্রতি করুণা করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, এবং সমস্ত দেব দেবী পরম পুরুষও প্রকৃতির রূপমাত্র। ঐ পুরুষ প্রকৃতিও অভিন্ন এবং এক, প্রকৃতি পরমাত্মার শক্তি—যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে বিভিন্ন নহে। ভাল, আর্য্য মহাশয়েরা, তাঁহাদিগের ভাষায় মহতী ভাবের যেরূপ তাঁহার প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

সেন। উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন, আর্য্যদিগের স্তোত্র অতি পবিত্র ভাবপূর্ণ, শুনিলে মন প্রসন্ন ও পবিত্র হয়, শ্রবণ করুন।

স্তোত্রম্।

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্॥
বয়ং ত্বাং স্মরামো বয়ং ত্বাং ভজামো
বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্ব মীশম্
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥
হে নাথ শরণং দেহি দীনং মাং শরণাগতম্
সর্ব্বাদ্য সর্ব্বনিলয় সর্ব্ব-বীজ সনাতন।
সর্ব্বাধার নিরাধার সাক্ষীভূত পরাৎপর।
দুষ্পারাপারসংসার-কর্ণধার নমোঽস্তু তে॥

ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং
ত্ব মব্যয়ঃ শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা ত্বয়া ততং বিশ্ব মনন্তরূপ ॥
ত্বদীয়শক্ত্যা নিখিলং চরাচরং প্রবিশ্য তন্ত্রাতি স্বকার্য্যকারণম্।
ত্বং কারণানামপি কারণং প্রভো হ্যাত্মস্বরূপেণ জগৎপ্রবিষ্টঃ ॥
বায়ু র্যমো হগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতি স্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনম স্তে ২স্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নম স্তে ॥
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব সেব্যশ্চ গুরু স্ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব ॥
সংসারসম্পাতনিপাতিতানাং মোহপ্রমাদেন বিমোহিতানাম্।
দুঃখার্ণবপ্লাবিতজীবিতানাং ত্বমেব নস্তৎ পরমাবলম্বনম্ ॥
নৈবার্চ্চিতুং-নার্থয়িতুং ন বন্দিতুং স্তোতুং ন
জানে ভগবন্ ভবন্তম্।
প্রসাদয়ে ত্বা মহ মীশ কেন যত্নেন ভূমন্
বদ মা মুপায়ম্ ॥
সেবাপি কর্ত্তুং নহি শক্যতে ময়া
মহাধমোহহং হতপুণ্যলেশঃ।
করচরণকৃতং বা কায়জং কর্ম্মজং বা
শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্ ॥
বিদিত মবিদিতং বা সর্ব্ব মেতৎ ক্ষমস্ব
জয়জয় করুণাব্ধে সচ্চিদানন্দ বিষ্ণো।
দুঃখার্ণবে শোকতরঙ্গসঙ্কুলে পীড়াগ্রহেহহং
পতিতং স্বকর্ম্মণঃ।

নান্যো গতি র্ম্মে হৃদ্য ঋতে ভবন্তং
কৃপাকটাক্ষেণ নরস্য পারম্॥
অবিনয় মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময়
বিষয়রসতৃষ্ণাং ভূতদয়াম্।
বিস্তারয় তারয় সংসার সাগরতঃ।
ভবজলধিগতানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুত দুহিতৃকলত্র ত্রাণ ভারারৃতানাম্।
বিষয় বিষম তোয়ে মজ্জতা কৃপাকাণাম্।
ভব হি খলু ত্ব মেকো নাথ পোতো নরাণাম্॥
দেব দেব কৃপালো ত্ব মগতীনাং গতি র্ভব।
সংসারার্ণবমগ্নানাং প্রসীদ পরমেশ্বর॥
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমি রেব চ লম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥
পাপিনামহ মেকাগ্রো দয়ালূনাং ত্বমগ্রণীঃ।
দয়নীয়ো মদন্যস্তি তব কোহত্র জগত্রয়ে॥
অপরাধসহস্রসঙ্কুলং পতিতং ভীম ভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবল মাত্মসাৎ কুরু॥
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেহপি।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহ যুগগতা নিশ্চলা ভক্তি রস্তু॥

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

ইতি আর্য্য দর্পণং সম্পূর্ণম্।

নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ, আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঠাকুর মহাশয় সাং নপাড়া

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী কলিকাতা

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঐ

" " অভয়চরণ গুপ্ত বেগমপুর

" " শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মুঙ্গের

" " রাধাচরণ শিকদার ঐ

" " গিরীশচন্দ্র মজুমদার ঐ

" " বেচারাম চট্টোপাধ্যায় জামালপুর

" " লালবিহারী গুপ্ত ঐ

" " শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ঐ

" " প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ঐ

" " অবিনাশচন্দ্র গঙ্গো° ঐ

" " বামনদাস মজুমদার ঐ

" " অমৃতলাল চট্টো° ঐ

" " নন্দকুমার রায় ঐ

" " ত্রৈলোক্যনাথ চট্টো° ঐ

" " ভূতনাথ মিত্র ঐ

" " নন্দগোপাল চন্দ্র ঐ

শ্রীযুত বাবু গোপালচন্দ্র অধিকারী জামালপুর

" " কেদারনাথ গুপ্ত ঐ

" " বেণীমাধব গুপ্ত ঐ

" " ভোলানাথ হালদার ঐ

" " রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ঐ

" " উমাচরণ রায় ঐ

" " অমৃতলাল সেন ঐ

" " উমেশচন্দ্র সান্যাল ঐ

" " কালীকুমার মুখো° ঐ

" " হরকালী মজুমদার ঐ

" " বগলাপ্রসাদ রায় ঐ

" " অধরচন্দ্র বসু ঐ

" " কালীপদ মজুমদার ঐ

" " হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ

" " নিবারণচন্দ্র ঘোষ ঐ

" " যদুনাথ চট্টো° ঐ

" " ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র ঐ

" " রামদয়াল নন্দি ঐ

" " ত্রৈলোক্যনাথ দে ঐ

" " কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ঐ

শ্রীযুত বাবু কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী জামালপুর

" " রামগতি গঙ্গো° ঐ

" " প্যারীমোহন ভট্টাচার্য্য ঐ

" " কিশোরীমোহন চক্রবর্ত্তী ঐ

" " জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য ঐ

" " নিত্যগোপাল হালদার ঐ

" " কালীপ্রসন্ন দত্ত ঐ

" " মধুসূদন মুখো° ঐ

" " রাখালদাস গুপ্ত ঐ

" " মহেশচন্দ্র মুখো° ঐ

" " রাখালদাস গুপ্ত ঐ

" " দিগম্বর চট্টো° ঐ

" " বিশ্বেশ্বর বন্দ্যো° ঐ

" " গোপীনাথ রায় ঐ

" " কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ

" " হরিপদ দে ঐ

" " শ্রীনাথ ঘোষ ঐ

" " তিনকড়ি নন্দি ঐ

" " রাসবিহারী ভট্টাচার্য্য ঐ

" " রাধিকাপ্রসাদ মজুমদার ঐ

" " শশীভূষণ দাম ঐ

" " বিশ্বেশ্বর মুখো° ঐ

শ্রীযুত বাবু নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় জামালপুর

" " গোপালচন্দ্র রায় ঐ

" " অন্নদাপ্রসাদ রায় ঐ

" " কেদারনাথ সেন ঐ

" " তারাপদ মজুমদার ঐ

" " চন্দ্রনাথ বসু ঐ

" " রমণচন্দ্র দত্ত ঐ

" " গোপালচন্দ্র রায় ঐ

" " রাজকৃষ্ণ গুপ্ত ঐ

" " শ্যামাচরণ মজুমদার ঐ

" " বিহারীলাল গঙ্গো° ঐ

" " নবগোপাল বসু ঐ

" " ক্ষেত্রকুমার বন্দ্যো° ঐ

" " নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ

" " কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ

" " চণ্ডীচরণ বরাট ঐ

" " চন্দ্রকান্ত বসু ঐ

" " বিহারীলাল দে ঐ

" " অন্নদাপ্রসাদ ভট্ট° ঐ

" " সত্যরঞ্জন মুখো° ঐ

" " রাজচন্দ্র সেন ঐ

" " গিরীশচন্দ্র ঘোষাল ঐ

" " কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক ঐ

শ্রীযুত বাবু মতিলাল ঘোষ জামালপুর

“ “ অন্নদাপ্রসাদ বরাট ঐ
“ “ বিপিনবিহারী পাত্র ঐ
“ “ প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ
“ “ লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার ঐ
“ “ জগবন্ধু সেন ঐ
“ “ রামচন্দ্র সিংহ ঐ
“ “ রমানাথ বন্দ্যো০ ঐ
“ “ মহাদেব বন্দ্যো০ ঐ
“ “ রজনীকান্ত চট্টো০ ঐ
“ “ পঞ্চানন বরাট ঐ
“ “ নৃত্যগোপাল গোস্বামী ঐ
“ “ লালবিহারী গুপ্ত ঐ
“ “ হেমচন্দ্র গুপ্ত ঐ
“ “ বিপিনবিহারী গুপ্ত ঐ
“ “ গোপালচন্দ্র সরকার ঐ
“ “ মতিলাল ভট্টাচার্য্য ঐ
“ “ নারায়ণচন্দ্র ঘোষ ঐ
“ “ লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যো০ ঐ
“ “ কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ
“ “ অমূল্যরতন সরকার ঐ
“ “ শ্যামাচরণ বসু ঐ
“ “ শ্রীহরি মল্লিক ঐ

শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখো০ জামালপুর

“ “ রামরাম মুখো০ ঐ
“ “ মধুসূদন মুখো০ ঐ
“ “ আশুতোষ মুখো০ ঐ
“ “ আশুতোষ বসু ঐ
“ “ কৃষ্ণচন্দ্র সরকার ঐ
“ “ রামচন্দ্র দাস ঐ
“ “ নীলমণি মুখো০ ঐ
“ “ প্রসন্নকুমার ঘোষাল ঐ
“ “ জগমোহন ঘোষ ঐ
“ “ পার্ব্বতীচরণ নন্দি ঐ
“ “ বিনোদবিহারী গুপ্ত ঐ
“ “ কেদারনাথ মুখো০ ঐ
“ “ কালীকৃষ্ণ ঘোষাল ঐ
“ “ শশীভূষণ ঘোষ ঐ
“ “ ব্রজবল্লভ রায় ঐ
“ “ শরচ্চন্দ্র সেন ঐ
“ “ দুর্গাচরণ ভট্টাচার্য্য ঐ
“ “ হরিহর বসু ঐ
“ “ দুর্লভচন্দ্র মজুমদার ঐ
“ “ মধুসূদন রায় ঐ
“ “ রামচন্দ্র চট্টো০ ঐ
“ “ ক্ষেত্রমোহন বরাট ঐ

শ্রীযুত বাবু অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য জামালপুব
“ “ বনমালী গাঙ্গুলী ঐ
“ “ তারানারায়ণ মজুমদার ঐ
“ “ মহানন্দ গঙ্গো০ ঐ
“ “ শ্যামাপদ রায় ঐ
“ “ গোপালচন্দ্র সরকার ঐ
“ “ গোবিন্দচন্দ্র মুখো০ ঐ
“ “ শিবকৃষ্ণ পণ্ডিত ঐ
“ “ গোবিন্দচন্দ্র রায় ঐ

শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার জামালপুর
“ “ যোগীন্দ্রপ্রসাদ রায় ঐ
“ “ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ মুঙ্গের.
“ “ চন্দ্রশেখর পাল ঐ
“ “ আনন্দচন্দ্র ঘোষ ঐ
“ “ শ্যামলদাস চক্রবর্ত্তী বি. এ. বি. এল. ঐ
“ “ পঞ্চানন ঘোষ লাহোর
“ “ ঈশানচন্দ্র চট্টো০ অম্বেলা